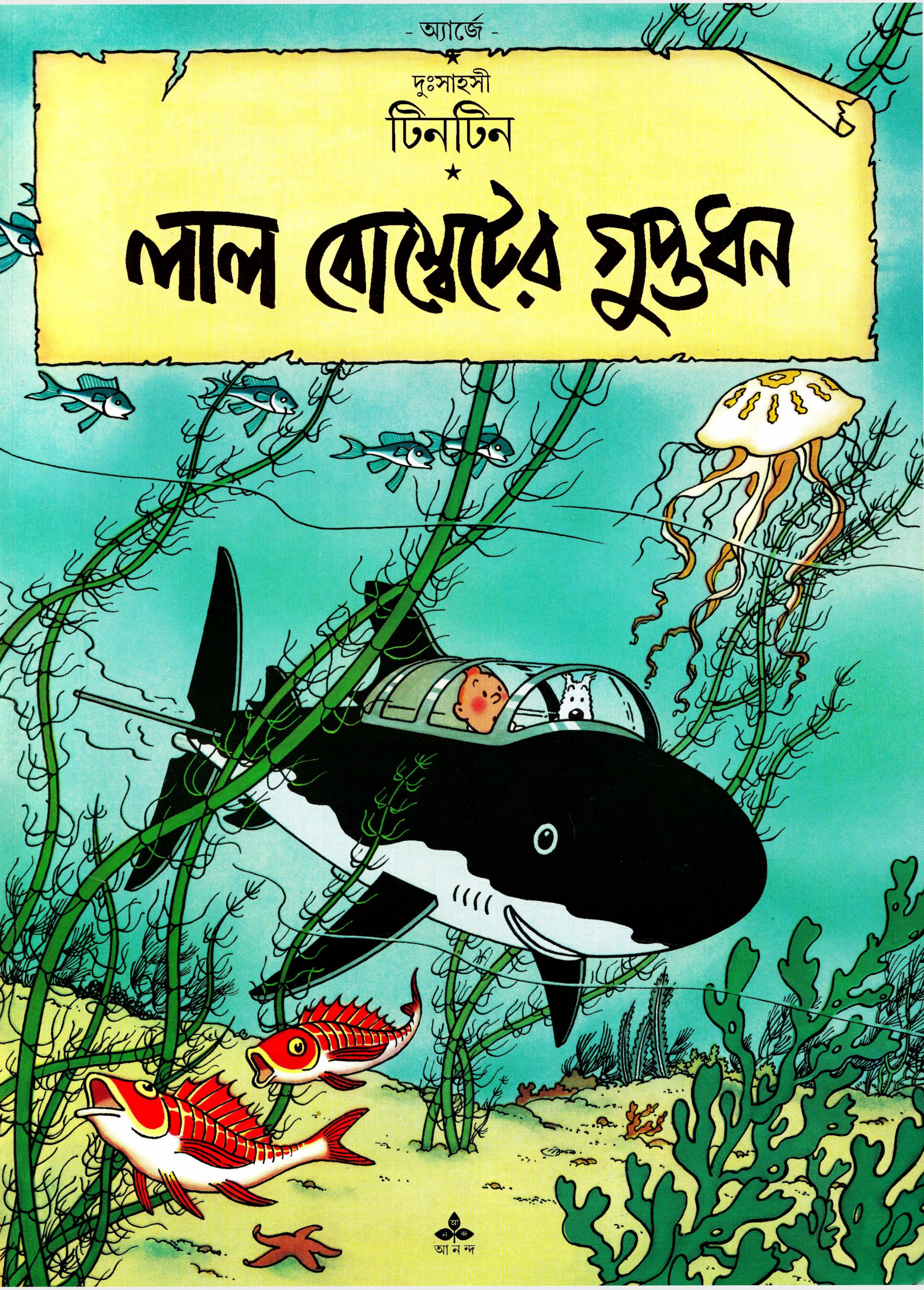
- অ্যার্জে -
দুঃসাহসী
টিনটিন
লাল বোম্বেটের গুপ্তধন
আনন্দ

অ্যার্জে

★

দুঃসাহসী

টিনটিন

★

লাল বোম্বেটের গুপ্তধন

আ ন ন্দ

টিনটিনের বই নিম্নলিখিত ভাষাগুলিতে প্রকাশিত হয়:

আলসাসিয়েন	কাস্টারমান
বাস্ক	এ্লকার
বাংলা	আনন্দ
বার্নিজ	এমনতালের ডুক
ব্রেটন	আন হিয়ার
কাতালান	কাস্টারমান
চিনা	কাস্টারমান/চায়না চিলড্রেন পাবলিশিং
কর্সিকান	কাস্টারমান
ড্যানিশ	কার্লসেন
ডাচ	কাস্টারমান
ইংরেজি	এগমন্ট ইউ কে লি./লিট্ল, ব্রাউন অ্যান্ড কোং
এসপারান্তো	এসপারেন্টিক্স/কাস্টারমান
ফিনিশ	ওতাভা
ফরাসি	কাস্টারমান
গালো	রু দে স্ক্রিব
গোমে	কাস্টারমান
জার্মান	কার্লসেন
গ্রিক	কাস্টারমান
হিব্রু	মিজরাহি
ইন্দোনেশীয়	ইন্দিরা
ইতালীয়	কাস্টারমান
জাপানি	ফুকুইনকান
কোরীয়	কাস্টারমান/সোল
লাতিন	এলি/কাস্টারমান
লুক্সেমবুর্গিস	অ্যাঁপ্রেমেরি স্যাঁ–পল
নরওয়েজিয়ান	এগমন্ট
পিকার	কাস্টারমান
পোলিশ	কাস্টারমান/মোতোপোল
পর্তুগিজ	কাস্টারমান
প্রভংসাল	কাস্টারমান
রোমাঁশ	লিজিয়া রোমোঁতশা
রুশ	কাস্টারমান
সার্বো ক্রোয়েশিয়ান	ডেকিয়ে নোভিন
স্পেনীয়	কাস্টারমান
সুইডিশ	কার্লসেন
থাই	কাস্টারমান
তিব্বতি	কাস্টারমান
তুর্কি	ইয়াপি ক্রেডি ইয়াইনলারি

ISBN 81-7215-574-3

প্রকাশক এবং স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ছাড়া এই বইয়ের কোনও অংশেরই কোনওরূপ পুনরুৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না, কোনও যান্ত্রিক উপায়ের (গ্রাফিক, ইলেকট্রনিক বা অন্য কোনও মাধ্যম, যেমন ফোটোকপি, টেপ বা পুনরুদ্ধারের সুযোগ সংবলিত তথ্য-সঞ্চয় করে রাখার কোনও পদ্ধতি) মাধ্যমে প্রতিলিপি করা যাবে না বা কোনও ডিস্ক, টেপ, পারফোরেটেড মিডিয়া বা কোনও তথ্য সংরক্ষণের যান্ত্রিক পদ্ধতিতে পুনরুৎপাদন করা যাবে না। এই শর্ত লঙ্ঘিত হলে উপযুক্ত আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে।

© চিত্র ১৯৪৮ এডিশান্স, কাস্তারমান, প্যারিস ও তুর্নাই।

© পুনর্নবীকরণ ১৯৭৫, কাস্টারমান

© বাংলা তর্জমা ডিসেম্বর ১৯৯৫ আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা

প্রথম প্রকাশ এপ্রিল ১৯৯৬

নবম মুদ্রণ ফেব্রুয়ারি ২০১২

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা ৭০০ ০০৯, ভারত থেকে সুবীরকুমার মিত্র কর্তৃক প্রকাশিত এবং নবমুদ্রণ প্রাইভেট লিমিটেড ব্লক সিপি ৪, সেক্টর ৫, সল্টলেক, কলকাতা ৭০০ ০৯১, ভারত থেকে মুদ্রিত।

২০০.০০

লাল বোম্বেটের গুপ্তধন

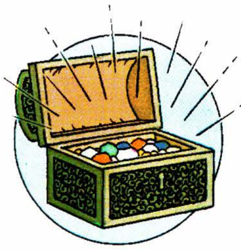

* দেখুন বোম্বেটে জাহাজ

পরদিন...
ডেলি রিপোর্টার! জোর খবর।
এই নাও।
ধন্যবাদ।
ডেলি রিপোর্টার।...
জোর খবর।
আরে য্যা!
এ কী কাণ্ড!...
OPERA RINO TOSSI IN BORIS GODUNOV
PERISCOPE CINEMA ME
ORSON WELLES
PUBLICI
TOSSI IN BORIS GODUNOV
ME
ORSON WELLES
PUBLI
READ THE DAILY REPORTER FOR NEWS WHICH HITS YOU
AGENTS
এই সাংবাদিকগুলো যা হয়েছে না! ইশ্, টিনটিন তো এই খবর পড়লে খাপ্পা হয়ে যাবে।
দ্যাখো, খবরটা ফাঁস হয়ে গেছে... এই সাংবাদিকগুলো সব একরকম!
লাল বোম্বেটের গুপ্তধন
সিরিয়াস জাহাজের আসন্ন সমুদ্রযাত্রা নিয়ে হরেক কল্পনা চলছে। এ-ব্যাপারে গোপনীয়তা রক্ষা করা হচ্ছে, কিন্তু আমাদের সংবাদদাতা জানতে পেরেছেন যে এই সমুদ্রযাত্রার উদ্দেশ্য আসলে গুপ্তধন উদ্ধার করা।
রিরিরিং

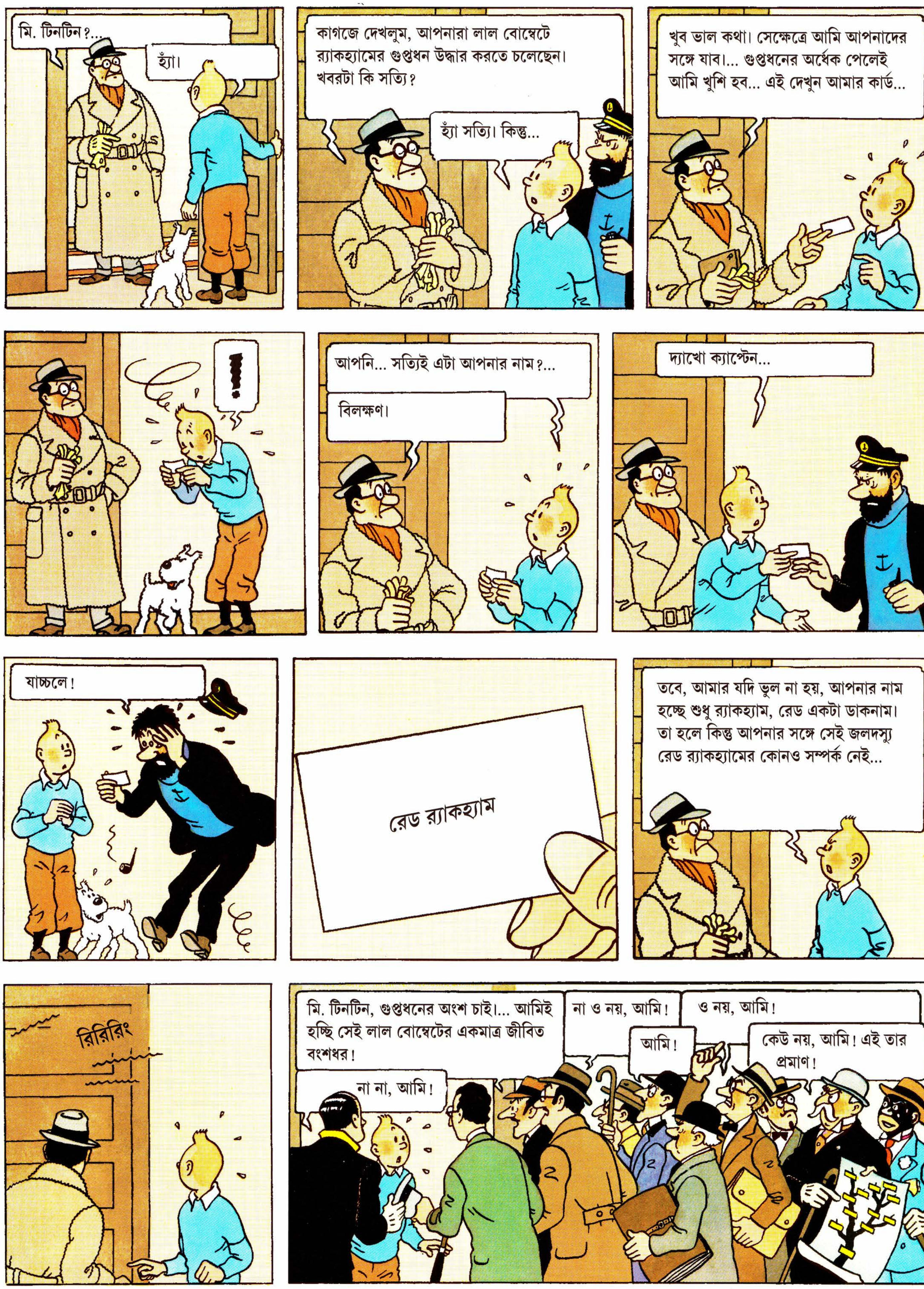
মি. টিনটিন?...
হ্যাঁ।
কাগজে দেখলুম, আপনারা লাল বোম্বেটে র‍্যাকহ্যামের গুপ্তধন উদ্ধার করতে চলেছেন। খবরটা কি সত্যি?
হ্যাঁ সত্যি। কিন্তু...
খুব ভাল কথা। সেক্ষেত্রে আমি আপনাদের সঙ্গে যাব।... গুপ্তধনের অর্ধেক পেলেই আমি খুশি হব... এই দেখুন আমার কার্ড...
আপনি... সত্যিই এটা আপনার নাম?...
বিলক্ষণ।
দ্যাখো ক্যাপ্টেন...
যাচ্চলে!
রেড র‍্যাকহ্যাম
তবে, আমার যদি ভুল না হয়, আপনার নাম হচ্ছে শুধু র‍্যাকহ্যাম, রেড একটা ডাকনাম। তা হলে কিন্তু আপনার সঙ্গে সেই জলদস্যু রেড র‍্যাকহ্যামের কোনও সম্পর্ক নেই...
রিরিরিং
মি. টিনটিন, গুপ্তধনের অংশ চাই।... আমিই হচ্ছি সেই লাল বোম্বেটের একমাত্র জীবিত বংশধর!
না ও নয়, আমি!
ও নয়, আমি!
আমি!
কেউ নয়, আমি! এই তার প্রমাণ!
না না, আমি!

আমার উপরে ছেড়ে দাও। যা করবার, আমি করছি।
আপনারা সবাই লাল বোম্বেটের বংশধর?
আর আমি হচ্ছি লাল বোম্বেটের হত্যাকারী সার ফ্রান্সিস হ্যাডকের বংশধর। ...এবং এখনও আমার...
ধমনীতে বইছে পূর্বপুরুষের টগবগে রক্তধারা!
সব ক'টাকে আমি খুন করব!
কী ব্যাপার বলো তো?
এত হুড়োহুড়ি কীসের?
সবাই হঠাৎ ঊর্ধ্বশ্বাসে পালাচ্ছে কেন?
পাগলা হাতির মতো পালাচ্ছে কেন?
সেই কথাই তো ভাবছি।
এই নে তোদের ঠিকুজি আর কুলুজি!

যাক্ সব ব্যাটাকে তাড়িয়েছি!
রি রি রিং
আবার?
আমি দেখছি...
তুমি টিনটিন? ওপর থেকে বইখাতা পড়ে আমাদের কী অবস্থা হয়েছে দ্যাখো। আমাদের একটু সাহায্য করো তো...
!
তাই তো!... ভিতরে এসো!
রি রি রিং
?
মি. টিনটিনের সঙ্গে কথা বলতে চাই।
কেন?... তুমিও নিশ্চয়ই লাল বোম্বেটের বংশধর?
কী?
না, আমি জিজ্ঞেস করছি, তুমিও কি রেড র‍্যাকহ্যামের বংশধর?
আচ্ছা!
কী নাম তোমার?
দয়া করে জোরে বলুন। কানে একটু কম শুনি।
কী নাম তোমার?
চলে গেছেন?... কিন্তু আমি যে মি. টিনটিনকে কিছু জরুরি কথা বলতে এসেছিলুম। ঠিক আছে আমি আবার আসব...
আমিই টিনটিন। কী চান আপনি?
এই যে মি. টিনটিন!... তবে যে শুনলাম আপনি নেই।
আমার নাম কাথবার্ট ক্যালকুলাস।
আচ্ছা!
আচ্ছা নয়, কাথবার্ট ক্যালকুলাস। তা আপনি যে গুপ্তধনের খোঁজে সমুদ্রে যাচ্ছেন, হাঙরের কথা ভেবেছেন কি?
হাঙর?

না না, হাঙরের কথা বলছি। আপনারা তো ডুবুরি হয়ে জলে নামবেন তখন হাঙর এলে কী করবেন ভেবেছেন?
কিন্তু...
সেইজন্যেই আমি এমন একটা যন্ত্র বানিয়েছি, যাতে জলের নীচে খোঁজাখুঁজি করার সময় হাঙরের ভয় থাকে না। আপনারা যদি আমার সঙ্গে আসেন তা হলে সেটা আপনাকে দেখাব।
কিন্তু আমি দুঃখিত যে...
না, আমার বাড়ি খুব কাছেই...
কিন্তু আমি এখন খুব ব্যস্ত...
বেশ তো, ওঁরাও আসুন না।
সময় নেই! সময় নেই!
বেশ তো, তা হলে চলুন। এখনই যাওয়া যাক।
আপনি আসায় খুব খুশি হয়েছি।
আমরাও খুশি!
না না, আমার নাম ক্যালকুলাস।
আর মাত্র একটা তলা... তারপরেই...
এই দেখুন...
এই যন্ত্রে বুড়বুড়ি তোলার ব্যবস্থা আছে!...
আর এটা হল কোট-ঝাড়াইয়ের যন্ত্র।
দিব্যি দেখতে, তাই না?

না, ওতে কোট-ঝাড়াই হয়। সদ্য আবিষ্কার করেছি।
গেলুম!
মরলুম!
বাঁচাও!
বাঁচাও!
আধ মিনিটের মধ্যে কোটের ধুলো ঝেড়ে সাফসুতরো করে দেয়। একেবারে নতুনের মতো হয়ে যাবে...
মারব। ব্যাটাকে মেরেই ফেলব।
আমার সঙ্গে চালাকি? দাঁড়াও, রসিকতা বার করে দিচ্ছি!
নতুন কোটপ্যান্ট কিনে দিতে হবে... বুঝলে?
হ্যাঁ, ওটা তো ঝাড়াইয়েরই যন্ত্র!
কিন্তু এ-যন্ত্রটা আরও আশ্চর্যের। আমার এখানে তো বেশি জায়গা নেই! এই হাতলটা ঠেললেই...
!!!
...দেওয়াল থেকে বিছানা নেমে আসে।
আরে, লোকদুটো যে চিঁড়ে চ্যাপটা হয়ে গেল।

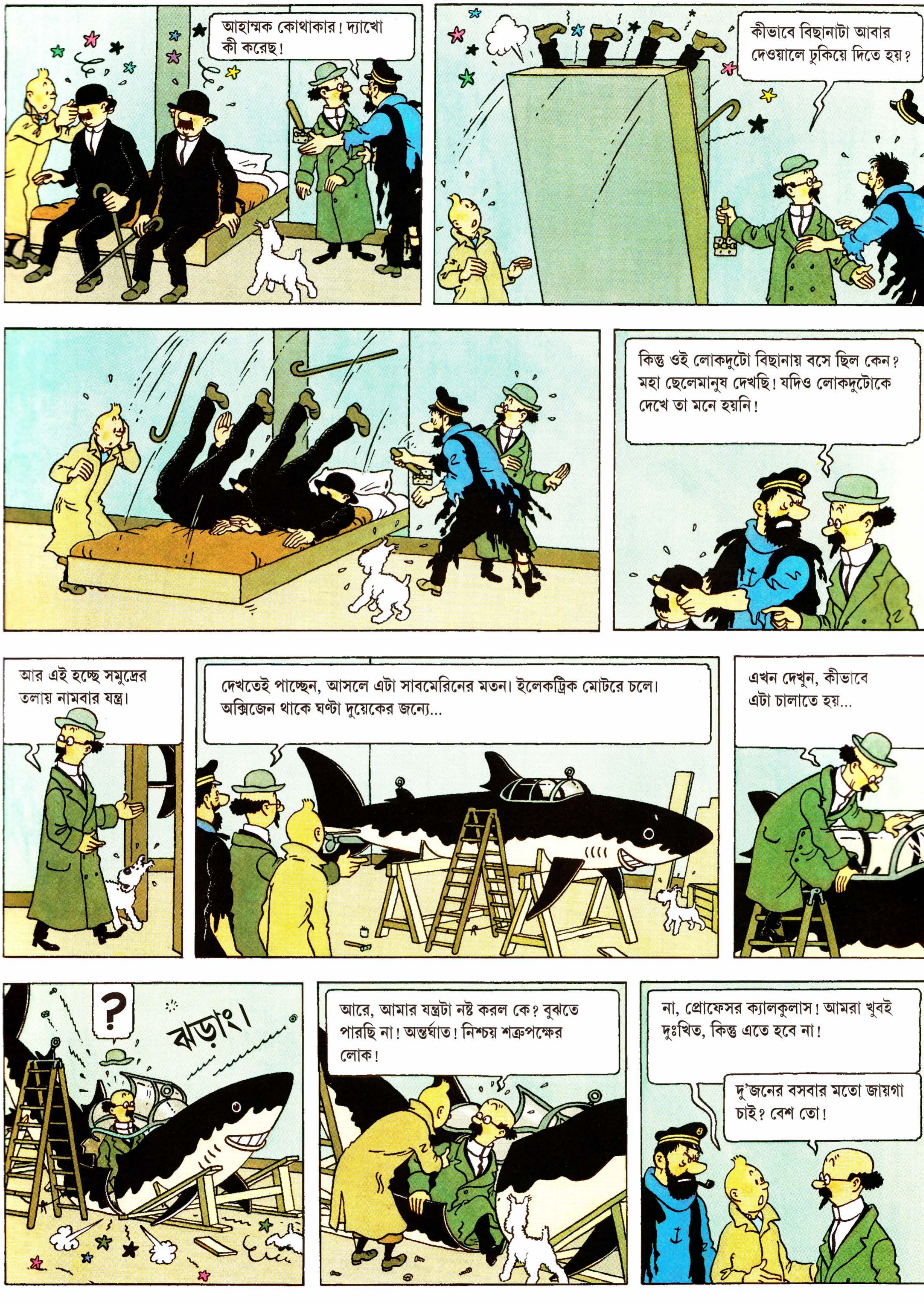
আহাম্মক কোথাকার! দ্যাখো কী করেছ!
কীভাবে বিছানাটা আবার দেওয়ালে ঢুকিয়ে দিতে হয়?
কিন্তু ওই লোকদুটো বিছানায় বসে ছিল কেন? মহা ছেলেমানুষ দেখছি! যদিও লোকদুটোকে দেখে তা মনে হয়নি!
আর এই হচ্ছে সমুদ্রের তলায় নামবার যন্ত্র।
দেখতেই পাচ্ছেন, আসলে এটা সাবমেরিনের মতন। ইলেকট্রিক মোটরে চলে। অক্সিজেন থাকে ঘণ্টা দুয়েকের জন্যে...
এখন দেখুন, কীভাবে এটা চালাতে হয়...
?
ঝড়াং।
আরে, আমার যন্ত্রটা নষ্ট করল কে? বুঝতে পারছি না! অন্তর্ঘাত! নিশ্চয় শত্রুপক্ষের লোক!
না, প্রোফেসর ক্যালকুলাস! আমরা খুবই দুঃখিত, কিন্তু এতে হবে না!
দু'জনের বসবার মতো জায়গা চাই? বেশ তো!

না, প্রোফেসর ক্যালকুলাস, আপনার মেশিন আমরা চাই না!
চমৎকার!
তা হলে ওই কথাই রইল, আট দিনের মধ্যেই আর একটা ছোট্ট মেশিন আমি তৈরি করে দেব...
দিন কয়েক বাদে...
একটা ডুবুরির পোশাক পেলেই এখন রওনা হওয়া যায়। তিন দিন ধরে খুঁজে বেড়াচ্ছি কিন্তু কোথাও পাচ্ছি না।
আরে দ্যাখো, দ্যাখো!
আরে, তাই তো! চলো দেখা যাক...
এখানে সস্তায় ডুবুরির পোশাক পাওয়া যায়
ডুবুরির পোশাক দেখতে চাই।
বেশ তো, আসুন।
এই দেখুন...
কিন্তু সাবধান! মনে রাখবেন, লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু!
?
কেন... এ-কথা বলছেন কেন?
বলছি... কেননা আপনারা গুপ্তধনের সন্ধানে চলেছেন।
আপনি জানলেন কী করে?
মুখ দেখলেই টের পাওয়া যায়।
সে কী রে বাবা? মুখ দেখে... আমার মুখ দেখে কিছু বুঝতে পারছ?
না তো!
ওরে ব্বাবা!

মুখটা এমন লম্বাটে দেখাচ্ছে কেন? কী হল মুখে?
মুখে কিছু হয়নি। এই আয়নার জন্যে। এই আয়নায় আবার উলটো-ব্যাপার।
তাই তো!
দেখি তো, এই আয়নায় মুখটা ঠিক স্বাভাবিক দেখায় কি না!
যাচ্চলে!
এখন সাত বছর আমার দুর্ভাগ্য চলবে!
তা ছাড়া এই আয়নাটার দাম দশ শিলিং!
আর হ্যাঁ, আর একটা কথা। জেনে রাখুন, গুপ্তধন বলে এখন আর কোথাও কিচ্ছু নেই।
ও-সব কথা ছেড়ে বলুন তো, ডুবুরির পোশাকটার দাম কত।
দশ পাউন্ড!
ভাল কথা। আজই বিকেলে আমরা এটা নিয়ে যাব। চলো ক্যাপ্টেন, যাওয়া যাক।
মনে রাখবেন, গুপ্তধন কিন্তু পাচ্ছেন না!
পরদিন...
SIRIUS
সুপ্রভাত ক্যাপ্টেন। খবর ভাল তো?
খুব খারাপ!
ভীষণ খারাপ! ...আমি অসুস্থ... ফ্লু হয়েছে মনে হচ্ছে... এবং যা বলবার তা সংক্ষেপে বলতে গেলে বলতে হয় যে, আমি যাচ্ছি না!
!
সে কী? সত্যি...?
হ্যাঁ সত্যি। আমার কোনও কুসংস্কার নেই... যাওয়ার ঠিক আগের দিনই কিনা আয়না ভাঙল।... না হে, আমি যাচ্ছি না!

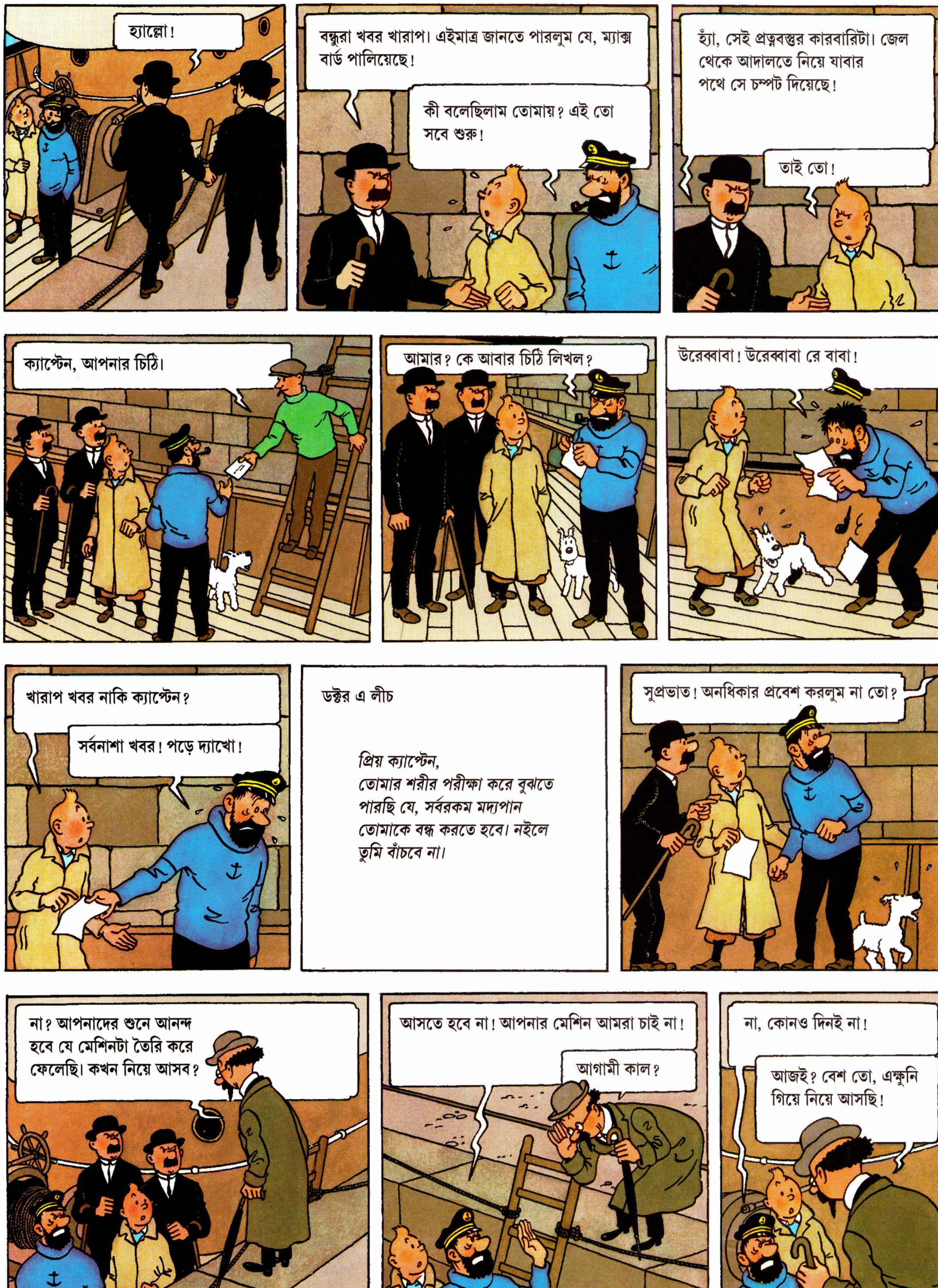
হ্যাল্লো!
বন্ধুরা খবর খারাপ। এইমাত্র জানতে পারলুম যে, ম্যাক্স বার্ড পালিয়েছে!
কী বলেছিলাম তোমায়? এই তো সবে শুরু!
হ্যাঁ, সেই প্রত্নবস্তুর কারবারিটা। জেল থেকে আদালতে নিয়ে যাবার পথে সে চম্পট দিয়েছে!
তাই তো!
ক্যাপ্টেন, আপনার চিঠি।
আমার? কে আবার চিঠি লিখল?
উরেব্বাবা! উরেব্বাবা রে বাবা!
খারাপ খবর নাকি ক্যাপ্টেন?
সর্বনাশা খবর! পড়ে দ্যাখো!
ডক্টর এ লীচ
প্রিয় ক্যাপ্টেন,
তোমার শরীর পরীক্ষা করে বুঝতে পারছি যে, সর্বরকম মদ্যপান তোমাকে বন্ধ করতে হবে। নইলে তুমি বাঁচবে না।
সুপ্রভাত! অনধিকার প্রবেশ করলুম না তো?
না? আপনাদের শুনে আনন্দ হবে যে মেশিনটা তৈরি করে ফেলেছি। কখন নিয়ে আসব?
আসতে হবে না! আপনার মেশিন আমরা চাই না!
আগামী কাল?
না, কোনও দিনই না!
আজই? বেশ তো, এক্ষুনি গিয়ে নিয়ে আসছি!

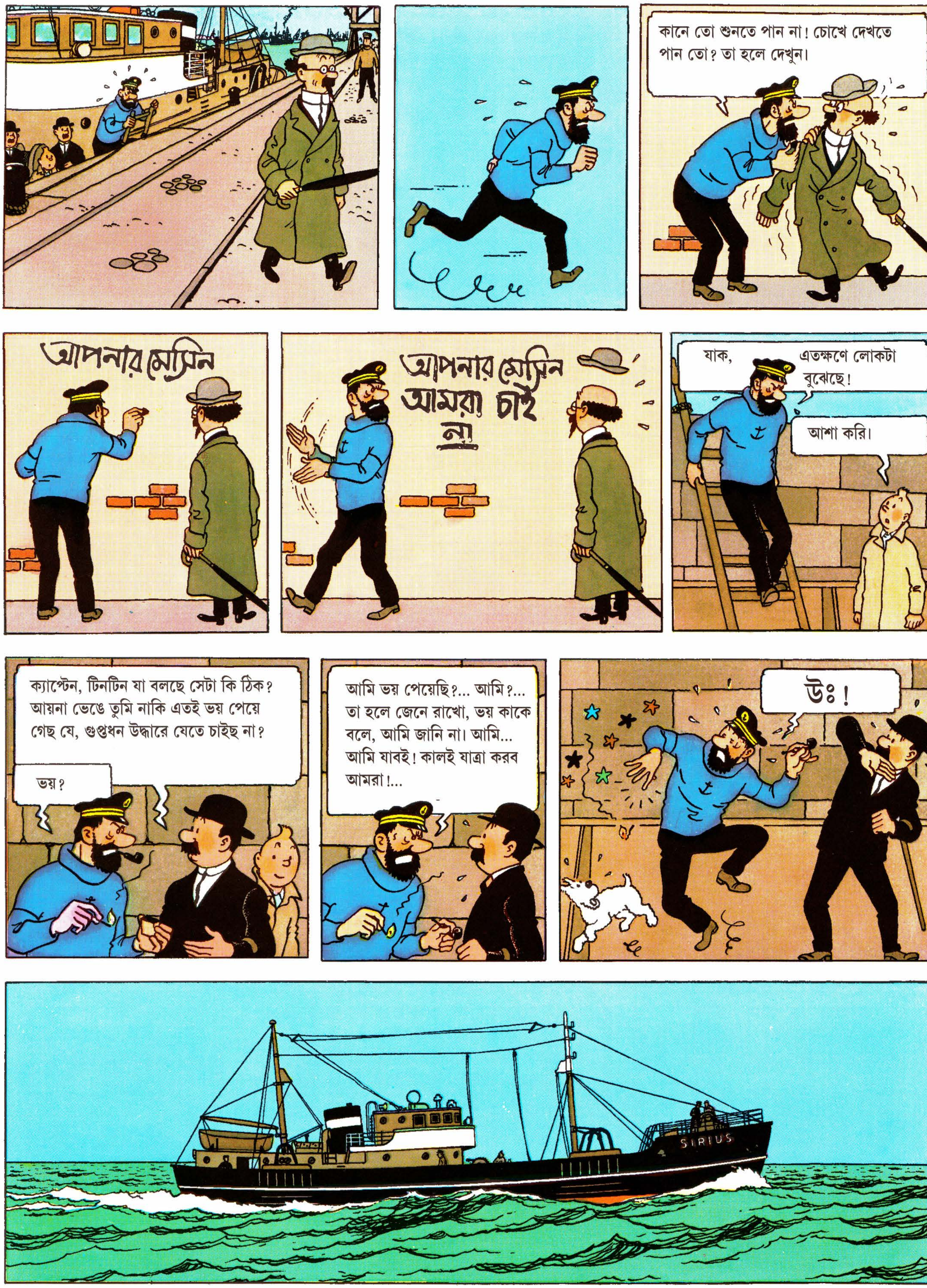

কানে তো শুনতে পান না! চোখে দেখতে পান তো? তা হলে দেখুন।
আপনার মেসিন
আপনার মেসিন আমরা চাই না
যাক, এতক্ষণে লোকটা বুঝেছে!
আশা করি।
ক্যাপ্টেন, টিনটিন যা বলছে সেটা কি ঠিক? আয়না ভেঙে তুমি নাকি এতই ভয় পেয়ে গেছ যে, গুপ্তধন উদ্ধারে যেতে চাইছ না?
ভয়?
আমি ভয় পেয়েছি?... আমি?... তা হলে জেনে রাখো, ভয় কাকে বলে, আমি জানি না। আমি... আমি যাবই! কালই যাত্রা করব আমরা!...
উঃ!
SIRIUS

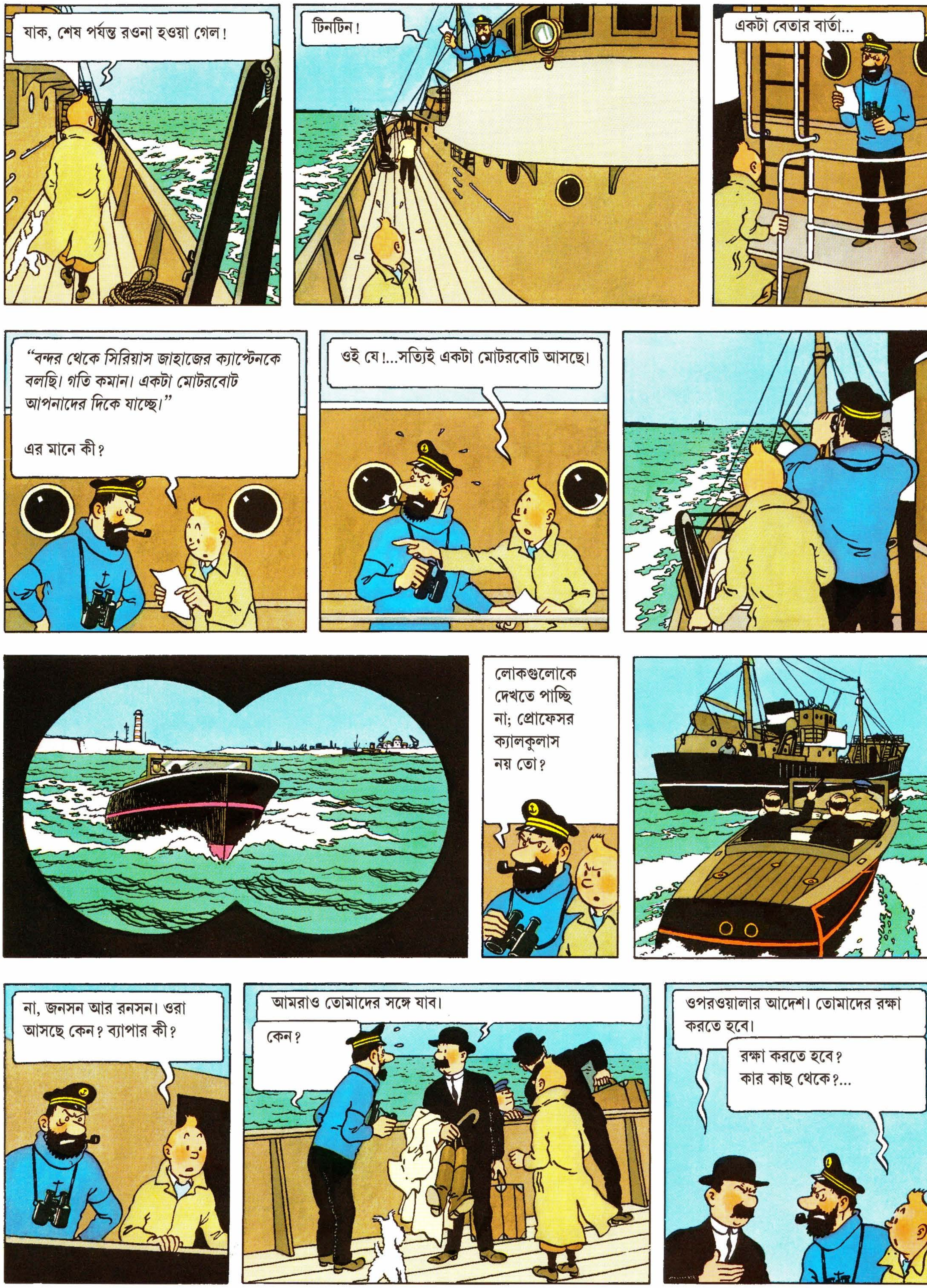
যাক, শেষ পর্যন্ত রওনা হওয়া গেল!
টিনটিন!
একটা বেতার বার্তা...
"বন্দর থেকে সিরিয়াস জাহাজের ক্যাপ্টেনকে বলছি। গতি কমান। একটা মোটরবোট আপনাদের দিকে যাচ্ছে।"
এর মানে কী?
ওই যে!...সত্যিই একটা মোটরবোট আসছে।
লোকগুলোকে দেখতে পাচ্ছি না; প্রোফেসর ক্যালকুলাস নয় তো?
না, জনসন আর রনসন। ওরা আসছে কেন? ব্যাপার কী?
আমরাও তোমাদের সঙ্গে যাব।
কেন?
ওপরওয়ালার আদেশ। তোমাদের রক্ষা করতে হবে।
রক্ষা করতে হবে? কার কাছ থেকে?...

হ্যাঁ তোমাদের বিপদ। ম্যাক্স বার্ডের কাছ থেকে। কাল রাত্তিরে তাকে সন্দেহজনকভাবে তোমাদের জাহাজের কাছে ঘোরাঘুরি করতে দেখা গিয়েছিল।
তাকে আমি ভয় পাই না!
তা হয়তো ঠিক। তবে কিনা, আমরা কাছাকাছি থাকলে তোমরা আরও নির্ভয় হতে পারবে।
হ্যাঁ, আরও নির্ভয় হতে পারবে।
ঠিক আছে দেখা যাক... সামনের দিকে দুটো বাঙ্ক খালি আছে। তাতেই তোমাদের চলে যাবে তো?
নিশ্চয়, নিশ্চয়!
ক্যাপ্টেন!... ক্যাপ্টেন!
ক্যাপ্টেন, এ আর সহ্য হয় না!
কী?
কুট্টুসটা মহা চোর। পুরো এক বাক্স বিস্কুট চুরি করেছে!
অসম্ভব!
কুট্টুস?
হ্যাঁ কুট্টুস! একটু আগেই তাকে আমি দেখেছি! ওই ওদিকে!
কুট্টুস!... কোথায় গেল কুট্টুস?
কুট্টুস!... কুট্টুস!...
কোথাও দেখতে পাচ্ছি না দুষ্টুটাকে! তবে নিশ্চিন্ত থাকতে পারো, এমন কাণ্ড আর কখনও হবে না...
ভাল।
আচ্ছা, আমাদের কেবিনটা সামনের দিকে, তাই না?
হ্যাঁ।
এক্ষুনি পোশাক পালটে মাল্লাদের সঙ্গে ভিড়ে যাব...
ঠিক।

আমাদের হাবভাব একেবারে মাল্লাদের মতো হওয়া চাই...
এই যেমন মাল্লারা তো তামাকপাতা চিবোয়, আমাদেরও চিবোতে হবে। এই নাও...
এখন কী করি ক্যাপ্টেন? সামনে যে অনেক নৌকো... ধাক্কা না লাগে...
সাইরেন বাজাও, তা হলেই ওরা সরে যাবে।
ভো-ও-ও-ও-ও
এই রে! তামাকপাতা গিলে ফেলেছি!
আমিও!... আমিও গিলে ফেলেছি...
পরদিন...
নাঃ, আর পারা যায় না!... এবার বন্ধ করতেই হবে!
হ্যাঁ ক্যাপ্টেন। কাল বিস্কুট চুরি হয়েছিল! আজ সকালে চুরি হয়েছে আস্ত একটা মুরগি!
নিশ্চয়ই কুট্টুস!
কুট্টুস!... কুট্টুস!... কোথায় লুকোল? কুট্টুস!
কুট্টুস!... কুট্টুস!

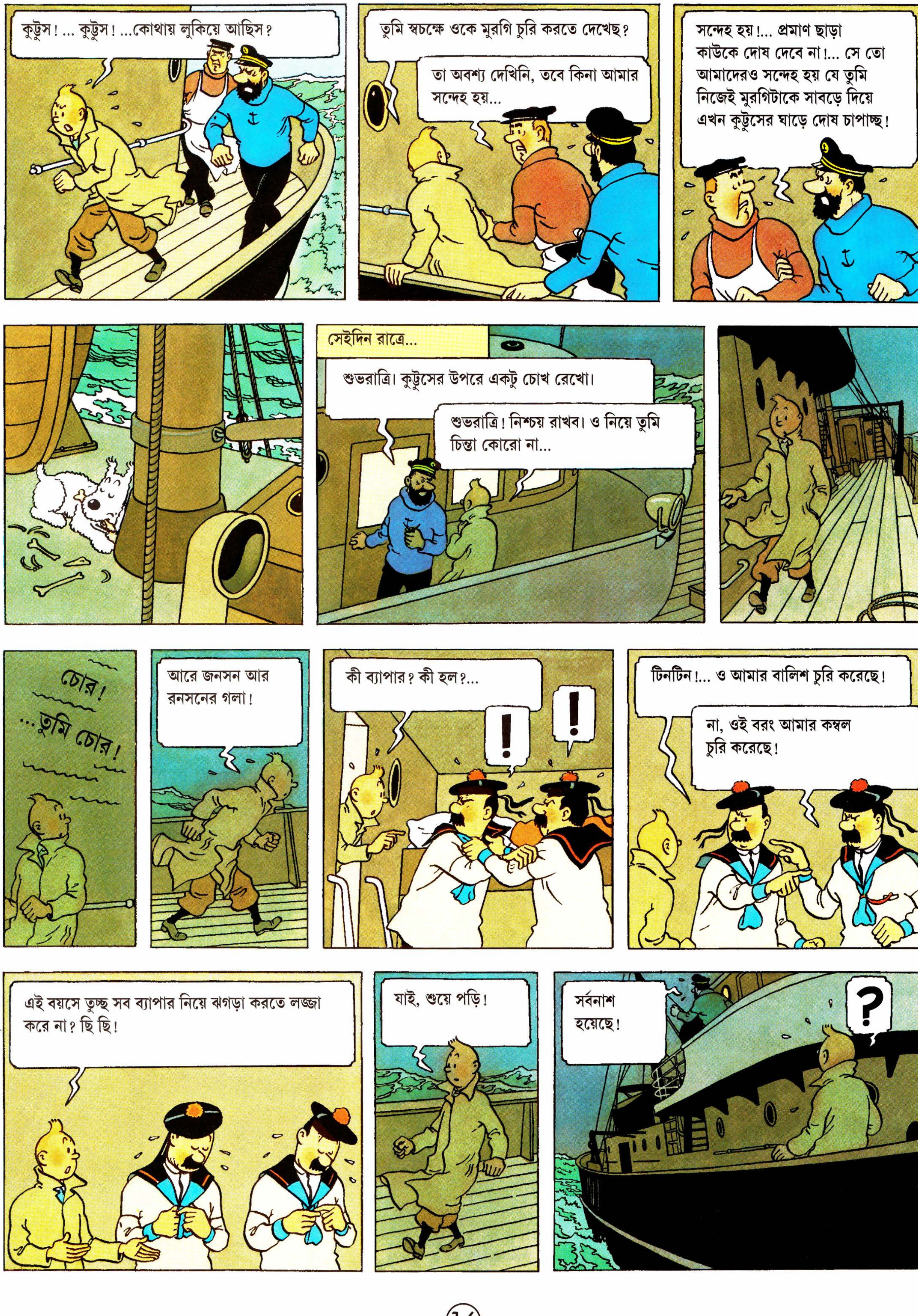
কুট্টুস! ... কুট্টুস! ...কোথায় লুকিয়ে আছিস?
তুমি স্বচক্ষে ওকে মুরগি চুরি করতে দেখেছ?
তা অবশ্য দেখিনি, তবে কিনা আমার সন্দেহ হয়...
সন্দেহ হয়!... প্রমাণ ছাড়া কাউকে দোষ দেবে না!... সে তো আমাদেরও সন্দেহ হয় যে তুমি নিজেই মুরগিটাকে সাবড়ে দিয়ে এখন কুট্টুসের ঘাড়ে দোষ চাপাচ্ছ!
সেইদিন রাত্রে...
শুভরাত্রি। কুট্টুসের উপরে একটু চোখ রেখো।
শুভরাত্রি! নিশ্চয় রাখব। ও নিয়ে তুমি চিন্তা কোরো না...
চোর!
...তুমি চোর!
আরে জনসন আর রনসনের গলা!
কী ব্যাপার? কী হল?...
!
!
টিনটিন!... ও আমার বালিশ চুরি করেছে!
না, ওই বরং আমার কম্বল চুরি করেছে!
এই বয়সে তুচ্ছ সব ব্যাপার নিয়ে ঝগড়া করতে লজ্জা করে না? ছি ছি!
যাই, শুয়ে পড়ি!
সর্বনাশ হয়েছে!
?

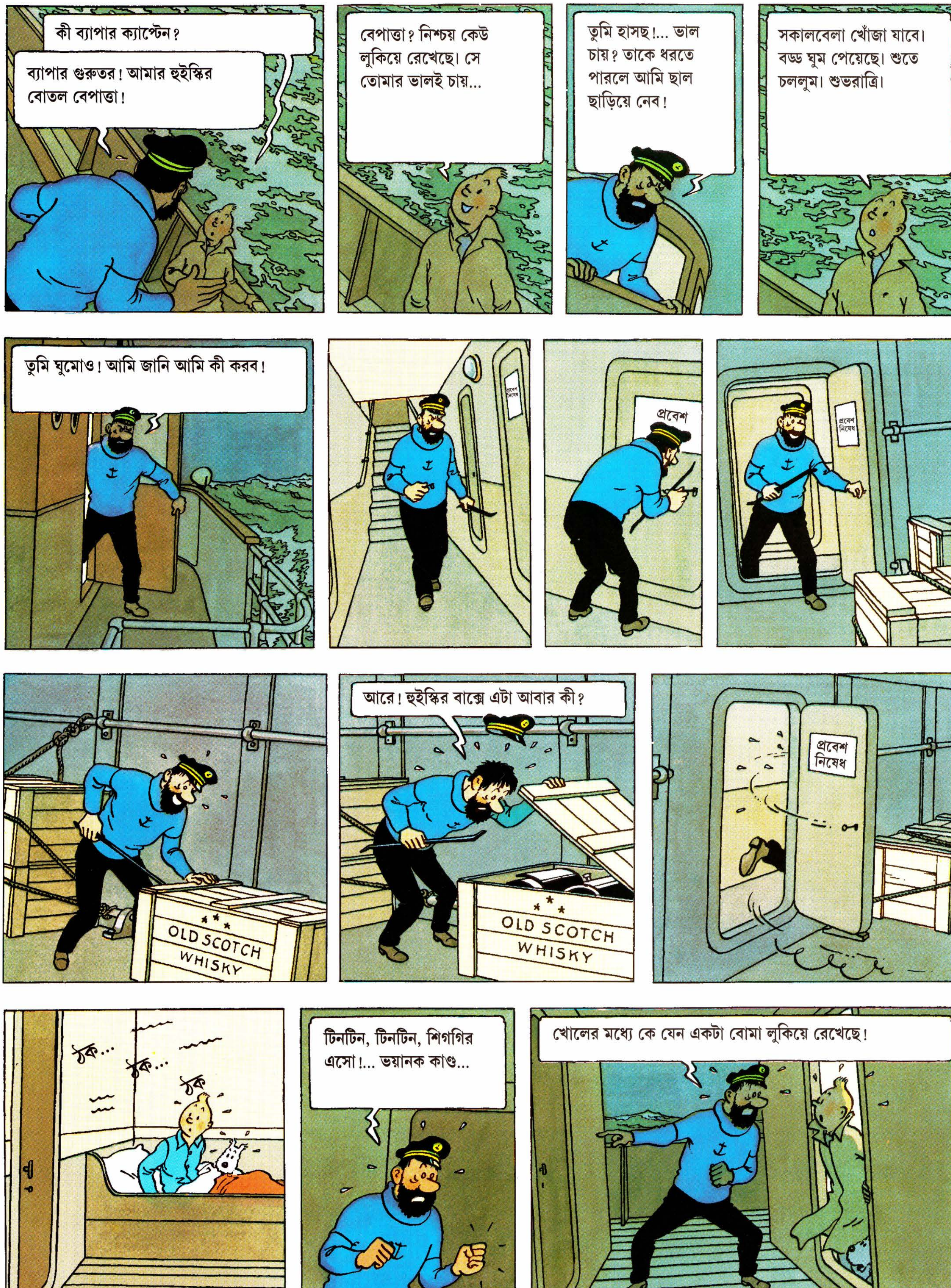

কী ব্যাপার ক্যাপ্টেন?
ব্যাপার গুরুতর! আমার হুইস্কির বোতল বেপাত্তা!
বেপাত্তা? নিশ্চয় কেউ লুকিয়ে রেখেছে। সে তোমার ভালই চায়...
তুমি হাসছ!... ভাল চায়? তাকে ধরতে পারলে আমি ছাল ছাড়িয়ে নেব!
সকালবেলা খোঁজা যাবে। বড্ড ঘুম পেয়েছে। শুতে চললুম। শুভরাত্রি।
তুমি ঘুমোও! আমি জানি আমি কী করব!
প্রবেশ নিষেধ
প্রবেশ
প্রবেশ নিষেধ
OLD SCOTCH WHISKY
আরে! হুইস্কির বাক্সে এটা আবার কী?
OLD SCOTCH WHISKY
প্রবেশ নিষেধ
ঠক... ঠক... ঠক
টিনটিন, টিনটিন, শিগগির এসো!... ভয়ানক কাণ্ড...
খোলের মধ্যে কে যেন একটা বোমা লুকিয়ে রেখেছে!

জাহাজের খোল থেকে নতুন এক বোতল হুইস্কি আনতে গিয়ে দেখি, বাক্সের মধ্যে বোমা!...
এইখানে... সাবধান!
ওই বাক্সটার মধ্যে!... দেখো!
প্রবেশ নিষেধ
সাবধান!... কাছে যেয়ো না!
না-গেলে ব্যাপারটা বুঝব কী করে?
কী?...
ইস্পাতের পাত!
ইস্পাতের পাত?...
প্রবেশ নিষেধ
তাই তো! ...তবে তো এটা বোমা নয়!
তা তো নয়ই! আর একটা বাক্স খোলা যাক...।
আরে, এখানেও ইস্পাতের পাত!
এটাতেও...
ইস্পাতের পাত!
হুইস্কির বদলে ইস্পাত? এক ফোঁটাও হুইস্কি নেই! কে এ-কাজ করল? তাকে একবার পেলে হয়!
এসো ক্যাপ্টেন! রাত হয়েছে, ঘুমোনো যাক! সকালে এ নিয়ে ভাবা যাবে...
পরদিন সকালে...
যাই হোক, এ-কাজ কুট্টুসের নয়। ও-বেচারা বিস্কুট কি মুরগি সরাতে পারে, কিন্তু হুইস্কি নিশ্চয় সরাবে না! কী বলো?

আরে!
যাচ্চলে!... ও-রকম করছিস কেন?
কী করেছিস তুই? বাপ্ রে! এ যে হুইস্কির গন্ধ!
কোথায় হুইস্কি পেলি?... চল, দেখিয়ে দে আমাকে...
বেশ তো...চ...চলো তু-তুমিও খাবে নাকি?
?
?
দ্যা-দ্যাখো!
দেখো, বোতলটা ওই ওপরে ভাঙা হয়েছিল! কে ভাঙল? চলো, তল্লাশি চালাই!
এই দ্যাখো!
এ-কাজ কে করল? তাকে ধরতে পারলে হয়!
শ্‌শ্‌!.....শোনো...
ঘর্‌র্‌র্‌...ঘোত্‌.... ঘররর ঘোত...
কেউ ঘুমুচ্ছে এই লাইফ-বোটটার মধ্যে!
অসম্ভব! ভালভাবে বাঁধা আছে... কোথা দিয়ে ঢুকল?
এই যে, এইদিক দিয়ে ঢুকেছে! এইদিকটা খোলা! কিন্তু কে লোকটা?

!
আরেব্বাস! এ যে...
ঘরররর...ঘোত...
ঘররর...ঘোত...
BISCUITS
এই... ওঠো...
ওঠো...
আমার হুইস্কি...হুইস্কি
কোথায় গেল?... বলো। জবাব দাও!
হুইস্কি কোথায়?
তা সত্যি বলি, এখানে একটু অসুবিধেই
হচ্ছে, একটা কেবিন পেলে ভাল হত...
কেবিন!... তোমাকে বাকি সময়টা খোলের
মধ্যে কাটাতে হবে আর রুটি আর জল ছাড়া
কিচ্ছু খেতে পাবে না।... বুঝেছ... কোথায়
আমার হুইস্কি?
কেন, এই জাহাজেই আছে!
আছে? ...উঃ, বাঁচলুম!
তবে কিনা টুকরো টুকরো করে রেখেছি...
টুকরো টুকরো? ...হুইস্কি কি
টুকরো টুকরো করবার জিনিস?
নিশ্চয়ই! যদিও ওটা আগেরটা থেকে ছোট,
টুকরো-টুকরো না-করে ওটাকে আনব কী করে?
অগত্যা অনেকগুলো টুকরো করে ফেললুম!
হুইস্কি কোথায়? জবাব দিচ্ছ না কেন?
হুইস্কি কোথায়? কী, জবাব দিচ্ছ না
কেন? হুইস্কি কোথায়?
আরে না...
এ হল রওনা হবার আগের রাত্তিরের কথা। জাহাজের ধারে
ডকে সার-সার কতগুলো বাক্স দেখলুম। ব্যস, তার থেকে
বোতলগুলোকে সরিয়ে ফেলে আমার যন্ত্রটাকে টুকরো-
টুকরো করে তার মধ্যে ভরে ফেললুম।
গন্ডার! ...বেজি!... জলহস্তী!...
জিরাফ! তোমাকে আমি সমুদ্দুরে
ফেলে দেব! হ্যাঁ, দেবই!

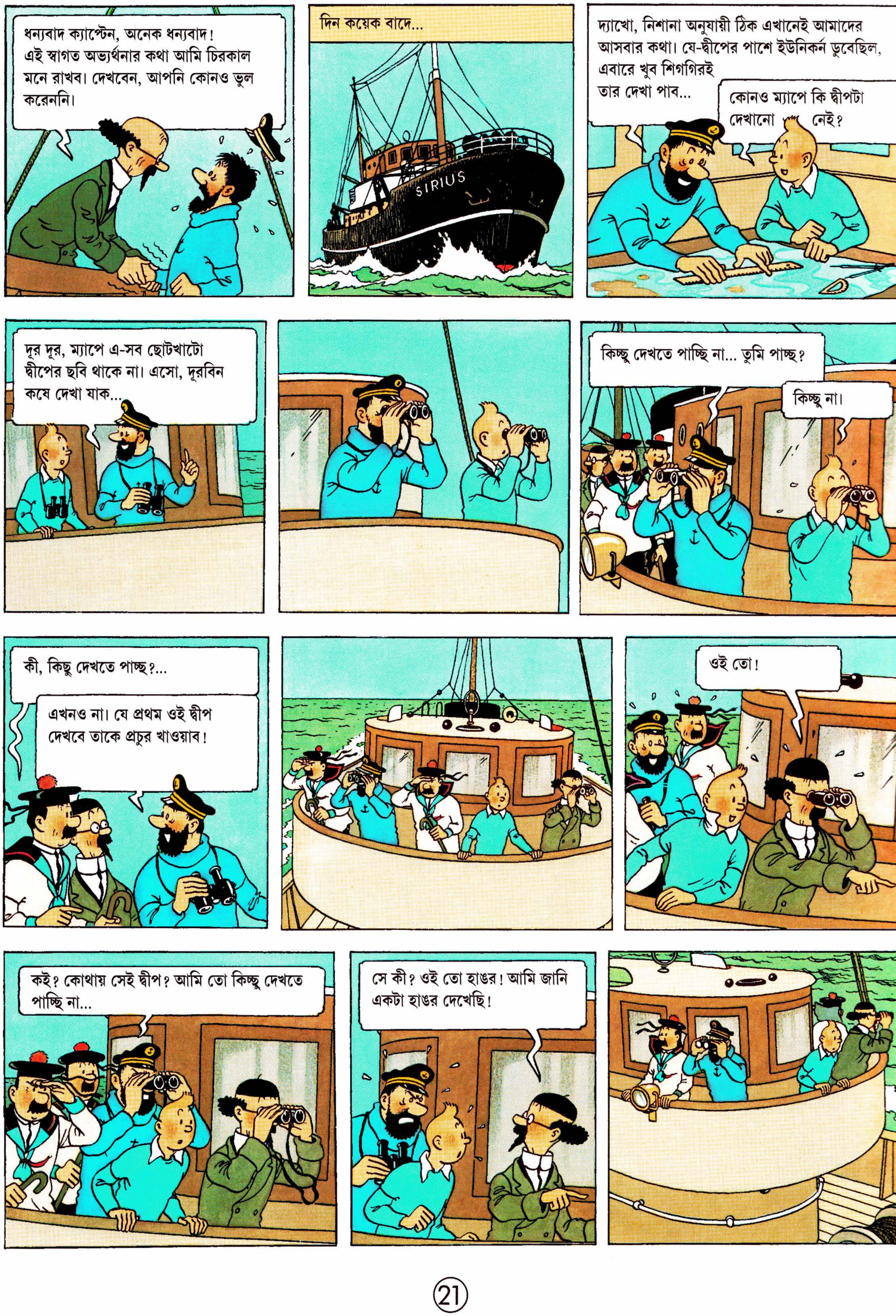

ধন্যবাদ ক্যাপ্টেন, অনেক ধন্যবাদ! এই স্বাগত অভ্যর্থনার কথা আমি চিরকাল মনে রাখব। দেখবেন, আপনি কোনও ভুল করেননি।
দিন কয়েক বাদে...
SIRIUS
দ্যাখো, নিশানা অনুযায়ী ঠিক এখানেই আমাদের আসবার কথা। যে-দ্বীপের পাশে ইউনিকর্ন ডুবেছিল, এবারে খুব শিগগিরই তার দেখা পাব...
কোনও ম্যাপে কি দ্বীপটা দেখানো নেই?
দূর দূর, ম্যাপে এ-সব ছোটখাটো দ্বীপের ছবি থাকে না। এসো, দূরবিন কষে দেখা যাক...
কিচ্ছু দেখতে পাচ্ছি না... তুমি পাচ্ছ?
কিচ্ছু না।
কী, কিছু দেখতে পাচ্ছ?...
এখনও না। যে প্রথম ওই দ্বীপ দেখবে তাকে প্রচুর খাওয়াব!
ওই তো!
কই? কোথায় সেই দ্বীপ? আমি তো কিচ্ছু দেখতে পাচ্ছি না...
সে কী? ওই তো হাঙর! আমি জানি একটা হাঙর দেখেছি!

এখনও সেই দ্বীপের দেখা নেই! অদ্ভুত ব্যাপার!
দ্বীপটার নাম কী?
কী করে বলব?... কোনও ম্যাপেই তো এর উল্লেখ নেই।
অথচ তুমি জানো যে, সেই দ্বীপের কাছাকাছি আমরা এসে গেছি?
নিশ্চয়। অঙ্কের হিসেব তো তা-ই বলছে।
ঠিক আছে... কিন্তু তোমার অঙ্কে তো ভুলও হতে পারে...
ও, তোমার তা-ই ধারণা? বেশ, তা হলে যাও, আমার কেবিনে গিয়ে কাগজপত্তর দেখে তুমি নিজেই না হয় অঙ্কটা কষে দ্যাখো! ...কী, দাঁড়িয়ে আছ কেন? যাও!
আচ্ছা ক্যাপ্টেন, একটু আগে জল থেকে যেটা লাফিয়ে উঠল, ওটা কি মাছ?
না মাছ নয়, একটা রেলগাড়ি! যত্ত সব!
ও! আমি তাই ভেবেছিলাম, ওটা মাছ নয়...
মিনিট কয়েক বাদে...
ক্যাপ্টেন, কিছু মনে কোরো না, তোমার অঙ্কে সত্যিই ভুল হয়েছিল। আমার হিসেবে আমরা ঠিক এই জায়গায় আছি।
ঠিক কথা।... তা হলে তো টুপি খুলতে হয়! ওহে, সবাই টুপি খোলো!
কেন, কেন, টুপি খুলব কেন?...
চুপ!
?
?
কিন্তু ক্যাপ্টেন টুপি খোলবার কারণটা একটু বুঝিয়ে বলবে তো...
বলছি...

তোমাদের হিসেব সত্যি হলে বুঝতে হবে যে, আমরা এখন ওয়েস্টমিনস্টার গির্জার মধ্যে দাঁড়িয়ে আছি! সেইজন্যেই টুপি খুলতে বলেছিলুম! যত্ত সব!
কোথায় সেই হতচ্ছাড়া দ্বীপ? কোথায়?
কে জানে আমার পূর্বপুরুষ সার ফ্রান্সিস হ্যাডকের এটা একটা ঠাট্টা কি না।
তাই-ই তো, কিন্তু বড় বিচ্ছিরি ঠাট্টা!
দাঁড়াও, দুপুর হয়ে গেছে। আমার কেবিন থেকে যন্তরটা একবার নিয়ে এসে দেখি।
ঠিক আছে... এবারে হিসেবটা কষে ফেলি...
ল্যাটিচিউড ২০°৩৭'৪২" উত্তর। লঙ্গিচিউড ৭০°৫২'১৫" পশ্চিম। ভাল কথা। এখন আমাদের ল্যাটিচিউড ওই একই, আর লঙ্গিচিউড হচ্ছে ৭১°২'২৯" পশ্চিম।
অর্থাৎ, ঠিক জায়গাটা আমরা পেরিয়ে এসেছি, অথচ কিছুই আমাদের চোখে পড়েনি... তা হলে? এ কি মামদোবাজি নাকি?
!
ক্যাপ্টেন, আমি বুঝতে পেরেছি!
কী বুঝতে পেরেছ?
কোন মধ্যরেখা অনুযায়ী তুমি অঙ্ক কষেছ? নিশ্চয়ই গ্রিনউইচ মেরিডিয়ান...
বাঃ, তা-ই তো করতে হয়।
কিন্তু ধরো, সার ফ্রান্সিস হ্যাডক যদি ফরাসি চার্ট ব্যবহার করে থাকেন? তা হলে তো শূন্য হবে প্যারিস মেরিডিয়ানে— এবং সেটা হচ্ছে গ্রিনউইচের দু' ডিগ্রি পুবে।
আরে, তাই তো, তুমি ঠিকই বলেছ! তা হলে তো আমরা বড্ড বেশি পশ্চিমে চলে এসেছি। জাহাজের মুখ ঘোরাও!

জাহাজের মুখ ঘোরাও!
?
ব্যাপার কী ক্যাপ্টেন?... আমরা ফিরে যাচ্ছি নাকি?
হ্যাঁ, অধ্যাপক ক্যালকুলাস, আমরা ফিরেই যাচ্ছি।
ও তাই বলুন... আমি ভাবলাম আমরা বুঝি ফিরে যাচ্ছি।
যাক, তা হলে ফিরে যাচ্ছি না। কত সহজে ভুল করি আমরা।
সেইদিন সন্ধ্যায়...
হুররে! ওই যে আমাদের রত্ন-দ্বীপ!
এই সন্ধেবেলায় আর দ্বীপে যাব না। এইখানেই নোঙর ফেলা যাক। কাল সকালে ওখানে যাওয়া যাবে।
ঠিক!...
পরদিন সকালে...
ডিঙিটাকে ডাঙায় তুলে আনো। আমি এই দ্বীপটাকে বেশ ভাল করে দেখতে চাই!

দুম্!
আরে, কী হল ক্যাপ্টেনের?
কী হল ক্যাপ্টেন? বন্দুক চালালে কেন?
ওই খোঁটাটায় ঠোক্কর খেয়ে পড়ে গেলুম, আর বন্দুকটাও অমনি ছুটে গেল...
উঃ!
উঃ!
ভয় পেয়ো না! ব্যবস্থা করছি!
উঃ!
এই যে...
বাবা গো!
গেলুম!
মরলুম!
ওদের ছাড়ো তো... এসো, দু'জনে মিলে এই খোঁটাটাকে তুলে ফেলি!

আরে, ওরা আবার কী খুঁজে পেল?
স্যার ফ্রান্সিস হ্যাডক যে ডিঙিতে করে এই দ্বীপে এসে পৌঁছেছিলেন, তার ধ্বংসাবশেষ...
তা হলে আমরা যা খুঁজতে এসেছি তা পেয়েছি। অর্থাৎ এই দ্বীপের কাছে সমুদ্রের তলাতেই রয়েছে লাল বোম্বেটের গুপ্তধন। ...নাও, সবাই এবারে জুতো পরো। তারপর এগোনো যাক।
ভৌ ভৌ!
কুট্টুস! চেঁচাচ্ছে কেন?
?
!
এই হাড় তুমি কোথায় পেলে কুট্টুস? ...চলো, জায়গাটা দেখিয়ে দাও!

বাব্বা! ইউনিকর্নে বিস্ফোরণের ফলে যারা মারা পড়েছিল, এগুলি নিশ্চয় সেই জলদস্যুদের মাথার খুলি আর হাড়!
তা হতে পারে না ক্যাপ্টেন!
তাদের হাড়গোড় হলে সমুদ্রের ধারেই পড়ে থাকত। তা ছাড়া, এই দ্যাখো একটা বর্শা। মনে হয়, এরা স্থানীয় বাসিন্দা, যুদ্ধে মারা পড়বার পর শত্রুরা এদের খেয়ে ফেলেছিল।
খেয়ে ফেলেছিল?...তার মানে এখানে নরখাদকরা বাস করত?
এখনও করে কি না, সেটাই হচ্ছে আসল প্রশ্ন।
আরে, আমার জুতোর মধ্যে একটা নুড়ি ঢুকে গেছে!
তোমরা এগোও, আমি আসছি...
আরে... ওটা আবার কী?...
একটা মূর্তি!...
হ্যাঁ... একটা মূর্তি... কিন্তু...কিন্তু...

দেখতে যে অনেকটা সার ফ্রান্সিস হ্যাডকের মতো!
মুখখানা দ্যাখো! ওঁর গলা শুনে স্থানীয় লোকরা নিশ্চয়ই খুব ঘাবড়ে গিয়েছিল। মনে হচ্ছে যেন এখুনি বলে উঠবেন, "হুইস্কি লে আও!"
হু ই স্কি লে আ ও !
ব্যাপার কী ক্যাপ্টেন?
কে চেঁচাল?
তার মানে?... তুমি চেঁচাওনি?
না, আমি চেঁচাইনি। কিন্তু ওটা কী?
তোমার পূর্বপুরুষের মূর্তি।
হুইস্কি লে আও!
কথাটা ওদিক থেকে আসছে।
কিন্তু কেউ তো নেই!
ক্যাপ্টেন, এটা ভু-ভু-ভুতুড়ে দ্বীপ! চ-চলো, জা-হাজে ফি-ফিরে যাই!
ঠি-ঠিক; চ-চলো, ফি-ফিরেই যাই!
বাঁদর... বেজি...গন্ডার...জিরাফ
তুই বাঁদর-বেজি-গন্ডার-জিরাফ!

পাজি... গন্ডার...গুন্ডাহাতি...সাহস থাকে তো বেরিয়ে আয়!
জেব্রা...জিরাফ... জলহস্তী...
ওই দ্যাখো!...
বেবুন!
গিরগিটি!
বাঁদর!
হনুমান!
যাচ্চলে! এগুলো তো পাখি!
হ্যাঁ! এদের পূর্বপুরুষরা তোমার সেই পূর্বপুরুষের মুখের বুলি চটপট শিখে নিয়েছিল... তারপর বংশানুক্রমে সেই বুলি এরা আউড়ে যাচ্ছে!
উল্লুক...বেল্লিক.... বোম্বেটে...ভাগ!
কী, আমি বোম্বেটে? আমাকে বোম্বেটে বলা?...
দাঁড়া, মজা দেখাচ্ছি!
এই নারকোলটা দিয়ে তোর মাথা ফাটাব!
উঃ, রগে টান পড়েছে!
দাঁড়াও, মালিশ করে দিচ্ছি!
বন্দুকটা দাও তো... পাখির বংশ আজ ধ্বংস করে ছাড়ব!

আরে ক্যাপ্টেন, তোমার কি বুদ্ধিশুদ্ধি সব বিগড়ে গেল? ঠান্ডা হও। ওগুলো তো টিয়াপাখি!
বোম্বেটে!
পাখিগুলোকে বরং ক্ষমা করে দাও!
বেশ, তাই দিলুম।
আরে, আমার বন্দুকটা কোথায় গেল?...
এই তো, কিছুক্ষণ আগে এইখানে রেখেছিলুম!
ঝোপের মধ্যে নেই তো?
পেলে?
নাঃ... একদম হাওয়া!
যাব্বাবা! তা হলে?...
শ্শ্! ...শুনছ?
একটা শব্দ!
হুপ্!...
হুপ্!...
হুপ্!...
হুপ্!... হুপ্!...
যা বাব্বা বাঁদর!... শিম্পাঞ্জি!... ওরাং ওটাং!... ওরে হতভাগারা, বন্দুকটা ফিরিয়ে দে?
না, না, ওভাবে হবে না! ওদের ভয় দেখাতে হবে!
হ্যান্ডস আপ!...দুম...দুম...দুম!...
আরে, আরে কী করছ?

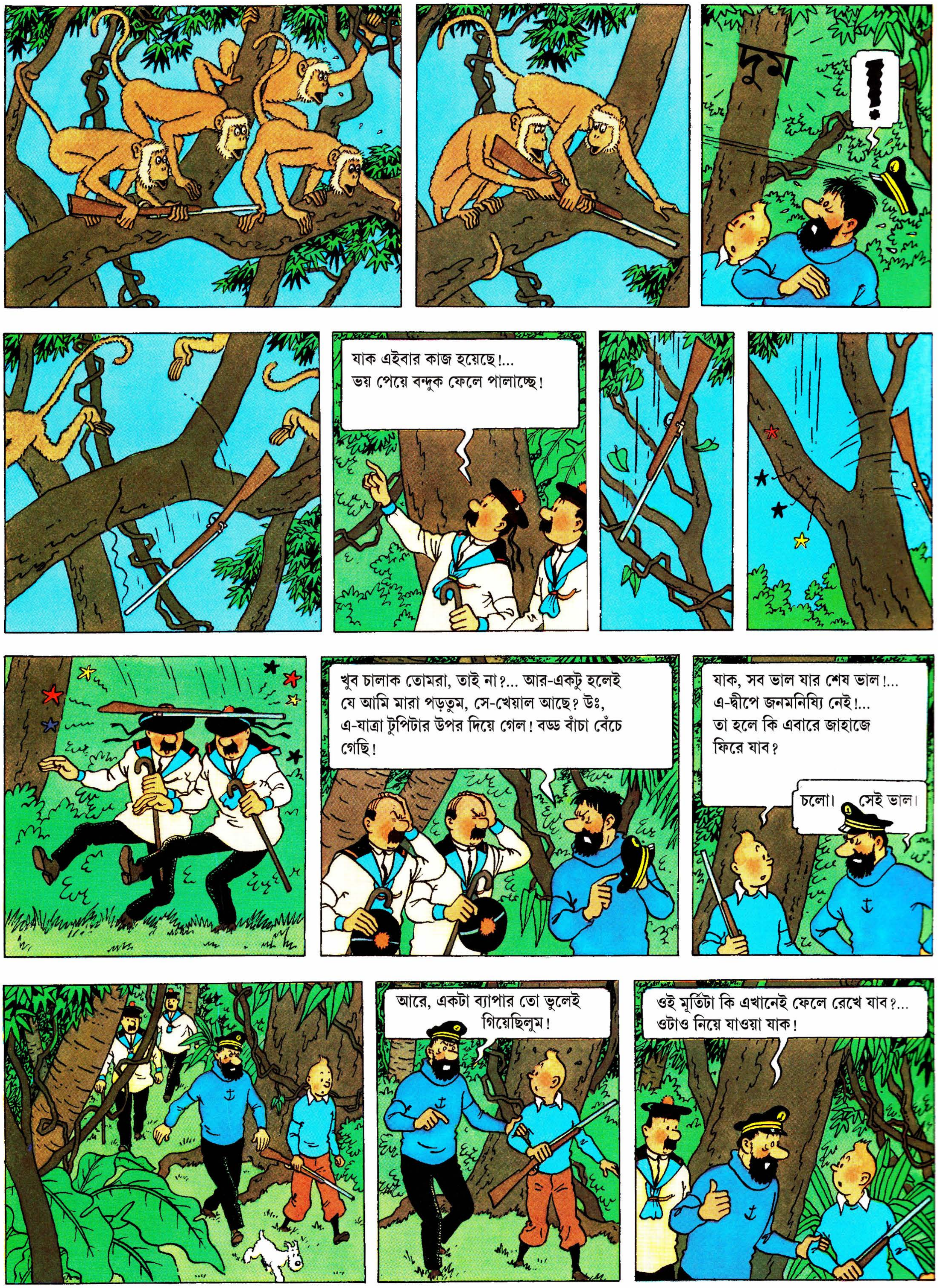
দুম
!
যাক এইবার কাজ হয়েছে!...
ভয় পেয়ে বন্দুক ফেলে পালাচ্ছে!
খুব চালাক তোমরা, তাই না?... আর-একটু হলেই যে আমি মারা পড়তুম, সে-খেয়াল আছে? উঃ, এ-যাত্রা টুপিটার উপর দিয়ে গেল! বড্ড বাঁচা বেঁচে গেছি!
যাক, সব ভাল যার শেষ ভাল!... এ-দ্বীপে জনমনিষ্যি নেই!... তা হলে কি এবারে জাহাজে ফিরে যাব?
চলো।
সেই ভাল।
আরে, একটা ব্যাপার তো ভুলেই গিয়েছিলুম!
ওই মূর্তিটা কি এখানেই ফেলে রেখে যাব?... ওটাও নিয়ে যাওয়া যাক!

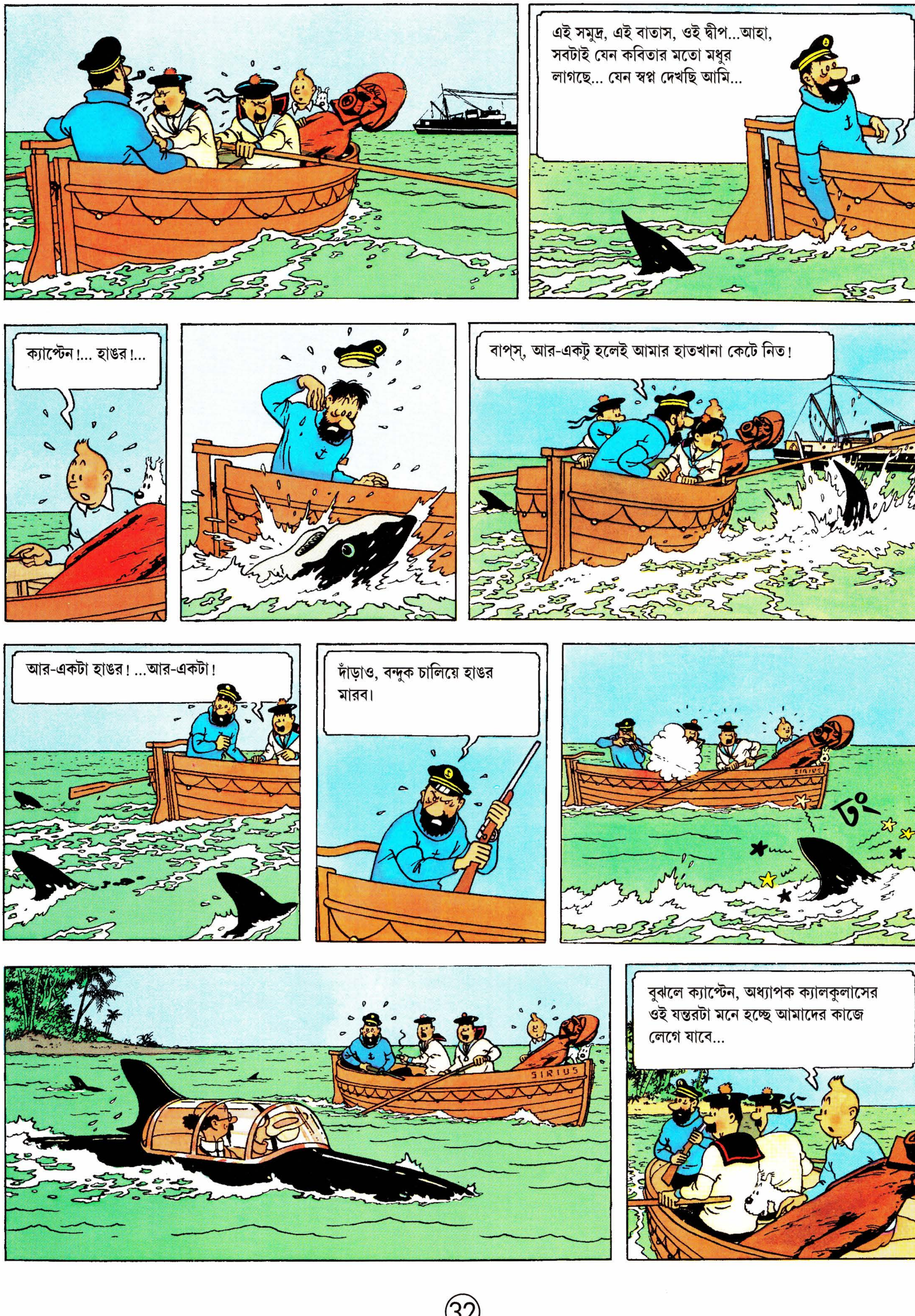
এই সমুদ্র, এই বাতাস, ওই দ্বীপ...আহা, সবটাই যেন কবিতার মতো মধুর লাগছে... যেন স্বপ্ন দেখছি আমি...
ক্যাপ্টেন!... হাঙর!...
বাপ্‌স্‌, আর-একটু হলেই আমার হাতখানা কেটে নিত!
আর-একটা হাঙর! ...আর-একটা!
দাঁড়াও, বন্দুক চালিয়ে হাঙর মারব।
ঢং
SIRIUS
বুঝলে ক্যাপ্টেন, অধ্যাপক ক্যালকুলাসের ওই যন্তরটা মনে হচ্ছে আমাদের কাজে লেগে যাবে...

পরদিন...
দেখো টিনটিন, বিপদ না ঘটে!
এটাকে কীভাবে চালাতে হয়, অধ্যাপক ক্যালকুলাস তো তা দেখিয়েই দিয়েছেন। তবে আর বিপদ ঘটবে কেন? সব ঠিক আছে...
দাঁড়াও...দাঁড়াও... এক মিনিট!...
একটা কথা বলা হয়নি। প্যানেলের বাঁদিকে একটা লাল বোতাম আছে। জলের তলায় ধ্বংসাবশেষ দেখবামাত্র সেই বোতামটা টিপে দেবে। তা হলেই এই বোটের তলায় আটকানো একটা পাত্রের ঢাকনা খুলে গিয়ে গলগল করে ধোঁয়া বেরুতে থাকবে। আর আমরাও সেই ধোঁয়া দেখে বুঝব যে, তুমি ঠিক কোথায় আছ।
লাল বোতাম তো?... ঠিক আছে।
না না, লাল... লাল বোতাম। বুঝেছ? ...আচ্ছা, গুডবাই!
ডুব দিয়েছে!
কীরে, কুট্টুস, দারুণ মজা, তাই না?
বাস্‌রে, কত জল!
যন্তরটা নষ্ট হবার ভয় নেই তো?...
কষ্ট? না না, কষ্ট হবে কেন, মাত্তর দশ মিনিট আগে ডুব দিয়েছে...

এ কী, ডিঙি তো আর এগোচ্ছে না... যাচ্চলে, ইঞ্জিনটা হঠাৎ বন্ধ হয়ে গেছে! কী ব্যাপার?
?!
সর্বনাশ হয়েছে কুট্টুস! ডিঙির প্রপেলার আগাছায় জড়িয়ে গেছে!
পিছনে চালিয়ে দেখি, আগাছার জাল ছেঁড়া যায় কি না...
অসম্ভব! এ যে একেবারে ‘নট নড়ন-চড়ন নট কিচ্ছু’ অবস্থা হল!
তা হলে কুট্টুস এখন উপায়?
এক কাজ করা যাক। বোতাম টিপে ধোঁয়া বার করি। তা হলে ওরা অন্তত বুঝবে যে, আমরা কোথায় আছি।
ধোঁয়া বেরুচ্ছে!
দ্যাখো! ...দ্যাখো! ...ধোঁয়া! ...টিনটিন নিশ্চয়ই ইউনিকর্নের ধ্বংসাবশেষ খুঁজে পেয়েছে!
দেখুন প্রোফেসর। ধোঁয়া!... ধ্বংসাবশেষ খুঁজে পেয়েছে!

আরে!
দ্যাখো ক্যাপ্টেন, দ্যাখো! ...ধোঁয়া! ...তার মানে ধ্বংসাবশেষ খুঁজে পেয়েছে!
ভয় পাসনে কুট্টুস! নিশ্চয় ওরা আমাদের উদ্ধার করতে আসবে!
ডিঙি নামাও... যেখানে টিনটিন দেখাচ্ছে ওখানে একটা বয়া ফেলবার ব্যবস্থা করো!
এই নিন বয়া...
...আর এই নিন জলের নীচে দেখতে পাবার যন্তর।
ব্যাপার কী, টিনটিন এখনও উঠে আসছে না কেন? আমার চিন্তা হচ্ছে...
ঠিক ধরেছ, এককালে আমি মস্ত স্পোর্টসম্যান ছিলুম...
...আর সেইজন্যেই আমার স্বাস্থ্য আজও এত ভাল...
যত্ত সব!
বুঝলে হে বাপু, যত হাঁটবে, স্বাস্থ্য তত ভাল হবে...
দেখা যাক....
আরে!... ধ্বংসাবশেষ কোথায়?...ওই তো টিনটিন!
দারুণ! দেখি...দেখি!
যাচ্চলে, প্রপেলার আগাছায় আটকে গেছে!... এখন টিনটিনকে বাঁচাব কী করে?
?

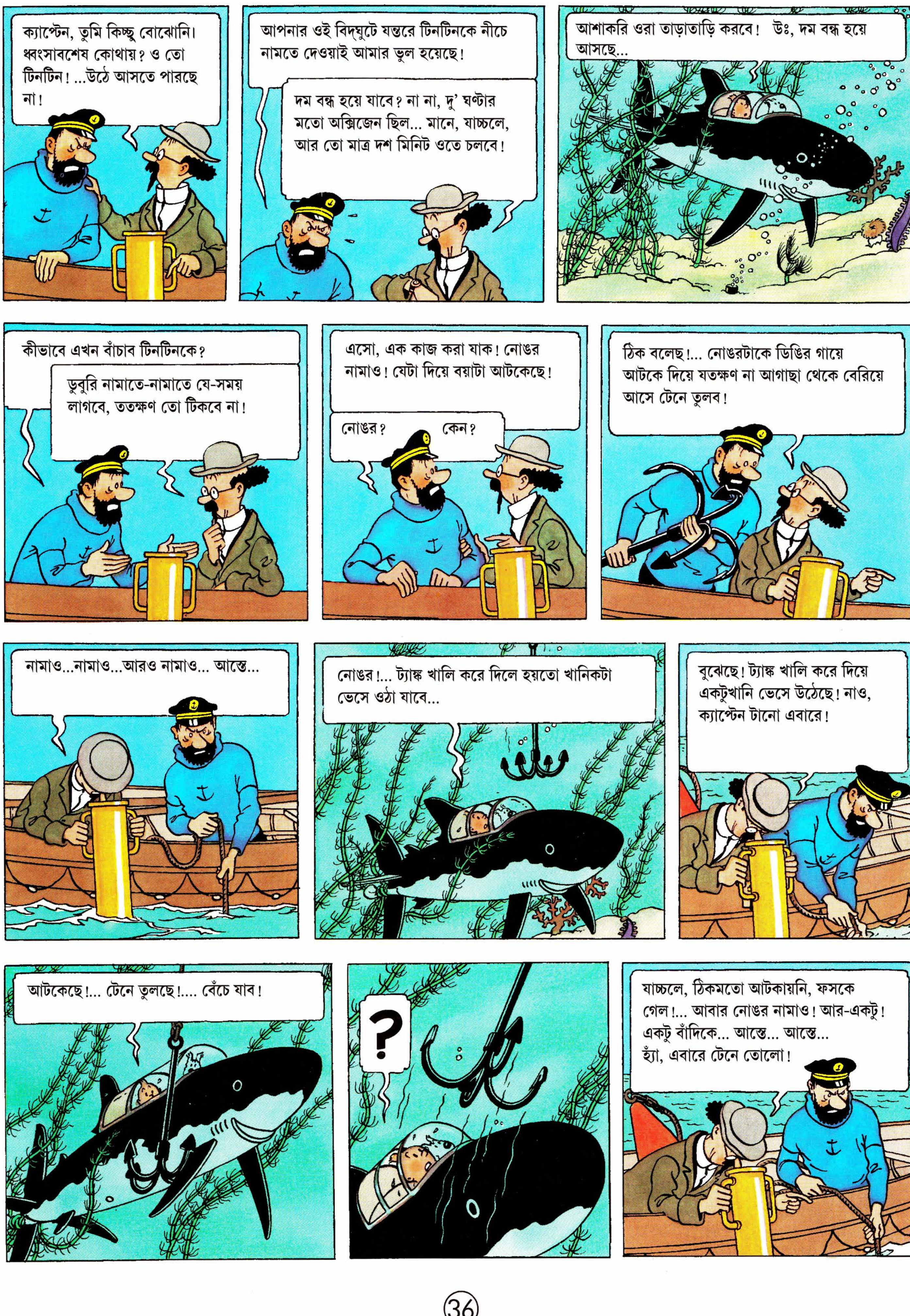
ক্যাপ্টেন, তুমি কিচ্ছু বোঝোনি। ধ্বংসাবশেষ কোথায়? ও তো টিনটিন! ...উঠে আসতে পারছে না!
আপনার ওই বিদ্ঘুটে যন্তরে টিনটিনকে নীচে নামতে দেওয়াই আমার ভুল হয়েছে!
দম বন্ধ হয়ে যাবে? না না, দু' ঘণ্টার মতো অক্সিজেন ছিল... মানে, যাচ্চলে, আর তো মাত্র দশ মিনিট ওতে চলবে!
আশাকরি ওরা তাড়াতাড়ি করবে! উঃ, দম বন্ধ হয়ে আসছে...
কীভাবে এখন বাঁচাব টিনটিনকে?
ডুবুরি নামাতে-নামাতে যে-সময় লাগবে, ততক্ষণ তো টিকবে না!
এসো, এক কাজ করা যাক! নোঙর নামাও! যেটা দিয়ে বয়াটা আটকেছে!
নোঙর?
কেন?
ঠিক বলেছ!... নোঙরটাকে ডিঙির গায়ে আটকে দিয়ে যতক্ষণ না আগাছা থেকে বেরিয়ে আসে টেনে তুলব!
নামাও...নামাও...আরও নামাও... আস্তে...
নোঙর!... ট্যাঙ্ক খালি করে দিলে হয়তো খানিকটা ভেসে ওঠা যাবে...
বুঝেছে! ট্যাঙ্ক খালি করে দিয়ে একটুখানি ভেসে উঠেছে! নাও, ক্যাপ্টেন টানো এবারে!
আটকেছে!... টেনে তুলছে!.... বেঁচে যাব!
?
যাচ্চলে, ঠিকমতো আটকায়নি, ফসকে গেল!... আবার নোঙর নামাও! আর-একটু! একটু বাঁদিকে... আস্তে... আস্তে... হ্যাঁ, এবারে টেনে তোলো!

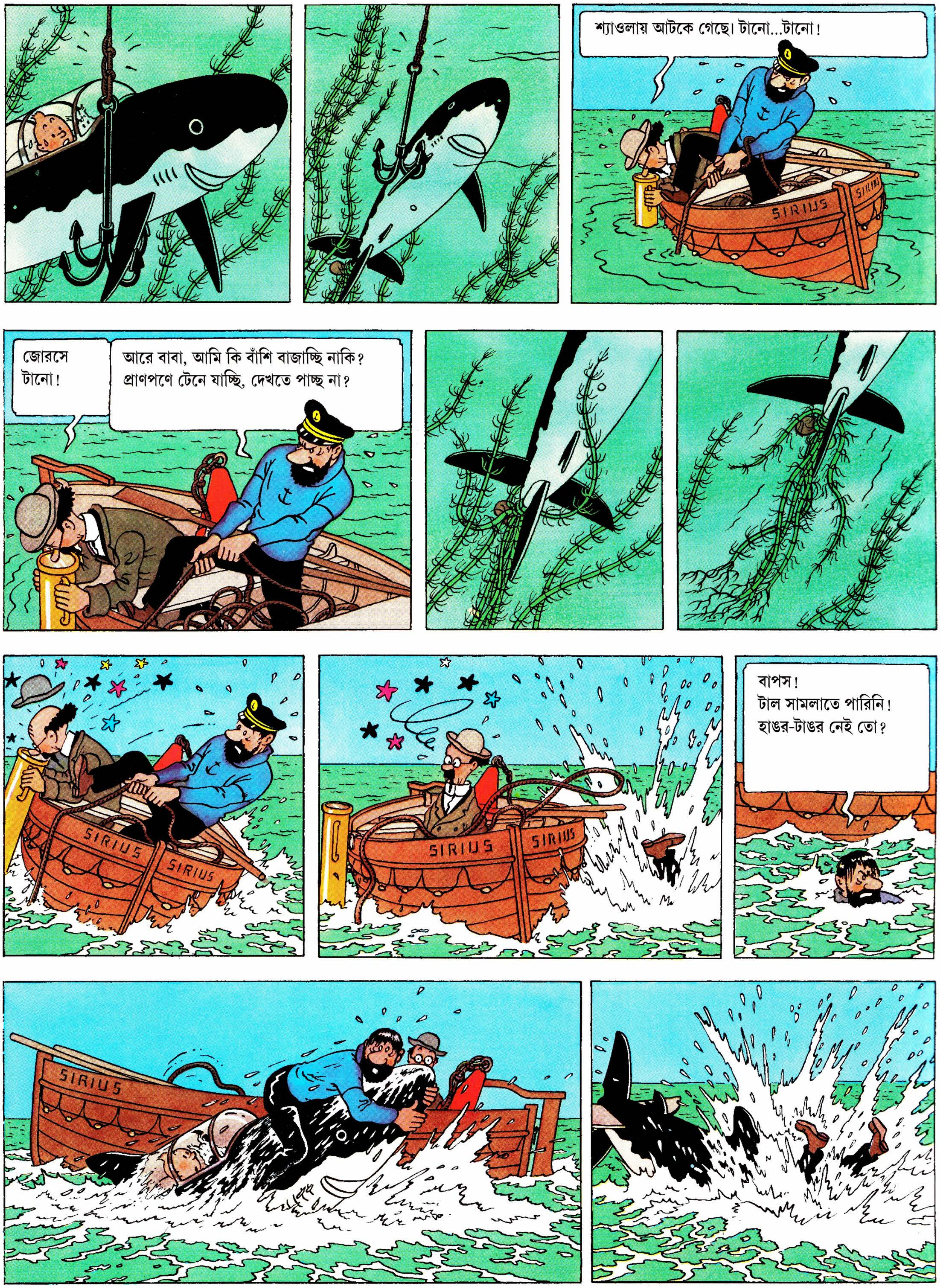
শ্যাওলায় আটকে গেছে। টানো...টানো!
জোরসে টানো!
আরে বাবা, আমি কি বাঁশি বাজাচ্ছি নাকি? প্রাণপণে টেনে যাচ্ছি, দেখতে পাচ্ছ না?
SIRIUS
বাপস! টাল সামলাতে পারিনি! হাঙর-টাঙর নেই তো?

বাতাস!... বাতাস! আঃ!...
হুররে!...টিনটিন বেঁচে আছে! হিপ-হিপ-হুররে!...
যাক...ক্যাপ্টেন ফের ডিঙিতে উঠেছে... বয়াটা তুলে এনেছে... টিনটিন বেঁচে আছে... ওকে ডিঙিতে উঠিয়েছে... ওই আসছে তারা...
যাক, টিনটিন খুব জোর বেঁচে গেছে!
না হে, তুমি কিছুই বোঝোনি! শ্যাওলায় আটকে গিয়েছিল! জাহাজে উঠলেই দেখতে পাবে।
এই দ্যাখো,... যা বলেছিলাম... শ্যাওলা!
বলেন কী? আমি তো ভেবেছিলুম শ্যাওলা!
বাবা রে বাবা, শ্যাওলাই হোক আর যাই হোক, ওই যন্তরে আমি আর ঢুকছি না!
বেশ, আমি আর কুট্টুস তা হলে এক্ষুনি ওই যন্তরে ঢুকে আবার জলে নামছি।
আশা করি, এবারে আর কোনও বিপদ ঘটবে না...
কী করি?...বলব? নাকি বলব না?
নাঃ, বলে ফেলাই ভাল...
ক্যাপ্টেন... আমি... একটা দুঃসংবাদ আছে!
আমার জন্য দুঃসংবাদ?
হ্যাঁ আপনার জন্য,... আমার ধারণা, ইউনিকর্নকে এখানে পাওয়া যাবে না। এই দ্যাখো...
এটা আবার কী?

হ্যাঁ, এটা পেন্ডুলাম! এইটে দেখে আমি এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছি...
স্রেফ এইটে দেখে?
হ্যাঁ... আরও পশ্চিমে...এই দ্যাখো... এই যে নড়ছে... দ্যাখো... পুব থেকে পশ্চিমে যাচ্ছে...
দেখেছ... পশ্চিমে যাচ্ছে... অর্থাৎ ইউনিকর্নের ধ্বংসাবশেষ আরও পশ্চিমে আছে।
ওই দ্যাখো ক্যাপ্টেন, ধোঁয়া!
যন্তরটাও ভেসে উঠেছে। ...এবার নিশ্চয়ই ইউনিকর্নকে খুঁজে পেয়েছে টিনটিন!
কী? খুঁজে পেলে?
পশ্চিমে... আরও পশ্চিমে...
হ্যাঁ, ধ্বংসাবশেষের দেখা পেয়েছি।... এবারে ডুবুরির পোশাক পরে নামব!
তোমার ভয় করছে না তো...
আরে নাঃ! যা যা বলেছ, ঠিক সেই অনুযায়ী সব করব...
ঠিক আছে! তবে ভুলো না যেন... উঠে আসতে হলে দড়িটা দু'বার নাড়াবে... আর বিপদ ঘটলে ঘনঘন নাড়াবে।
ঠিক আছে।
আরে, পাম্প জোরে চালাও!
চালাচ্ছি!
?
ভৌ! ভৌ!
ভৌ! ভৌ!

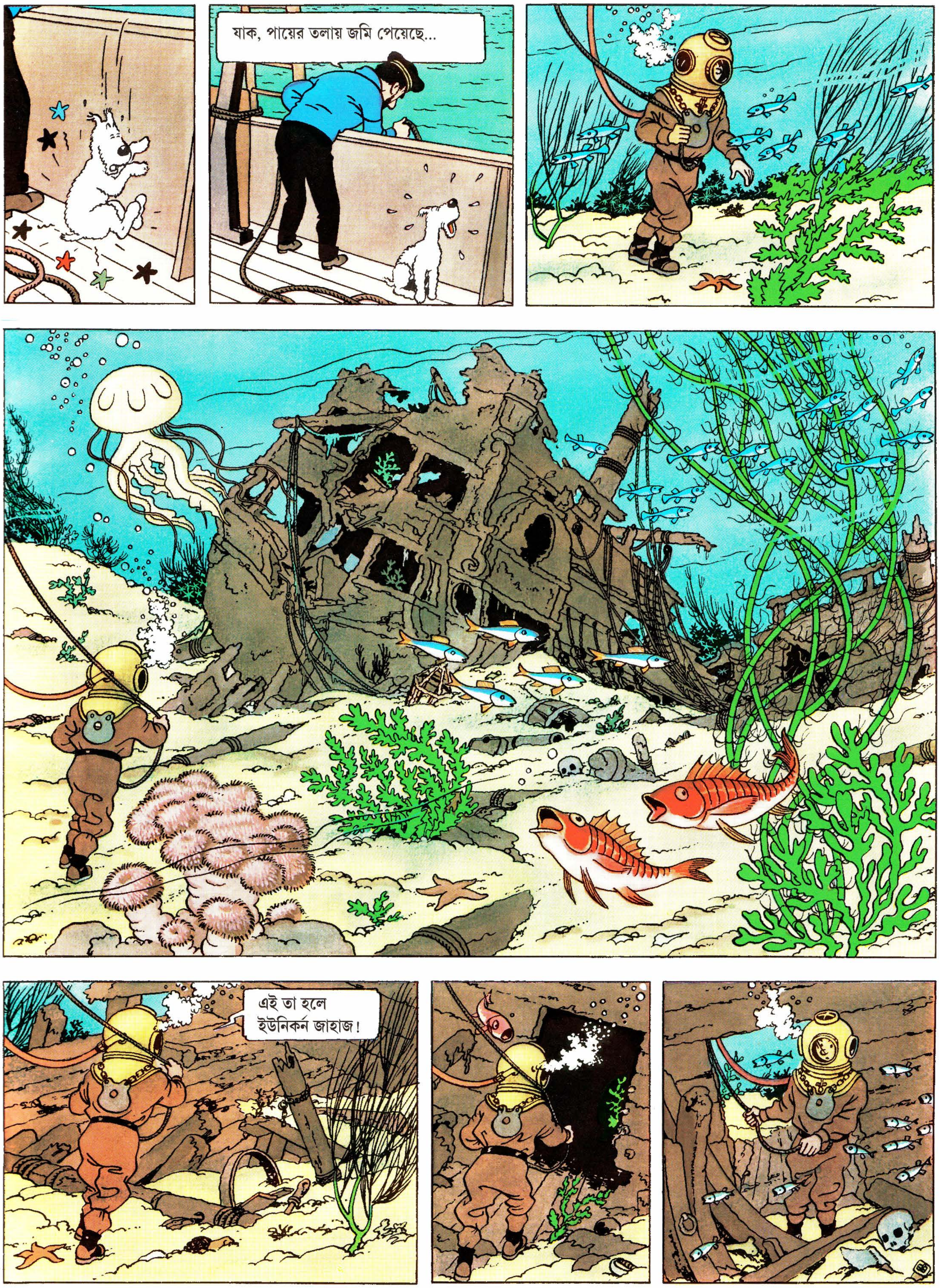
যাক, পায়ের তলায় জমি পেয়েছে...
এই তা হলে ইউনিকর্ন জাহাজ!

এ কী, আবার কী হল? বাতাস বন্ধ হয়ে গেল কেন?...
আরে, তোমরা ওখানে করছটা কী? পাম্প করছ না যে?
আমরা এই একটু জিরিয়ে নিচ্ছি!... খুব খাটুনির কাজ তো।
ওরে হনুমানরা, পাম্প করতে থাকো, টিনটিন নইলে দম বন্ধ হয়ে মারা পড়বে যে!
যাক,... আবার নিশ্বাস নিতে পারছি! ভীষণ ঘাবড়ে গিয়েছিলুম!
কিন্তু ক্যাপ্টেন, আমি ঠিক বুঝতে পারছি না... ইউনিকর্ন তো এখানে নেই, টিনটিন তা হলে আবার জলে নামল কেন?
হাডুডু খেলবার জন্যে! কী, কিছু বুঝলেন?
?
হাউ ডু ইউ ডু বলছে? কাকে?
দড়িতে দু'বার টান পড়ল! তার মানে উঠে আসতে চায়। নিশ্চয়ই কিছু দেখেছে!
টানো রে জোয়ান... হেঁইয়ো!
ওই এসেছে!
হাতে ওগুলো কী?
ওরেব্বাস, সোনার ক্রস, দামি পাথর দিয়ে সেট করা! ...একটা ছোরা!... দারুণ ব্যাপার।
শুরুটা ভালই হয়েছে, কী বলো?
ক্যাপ্টেন তা হলে বলল কেন যে, হাউ ডু ইউ ডু বলবার জন্যে টিনটিন জলে নেমেছিল?

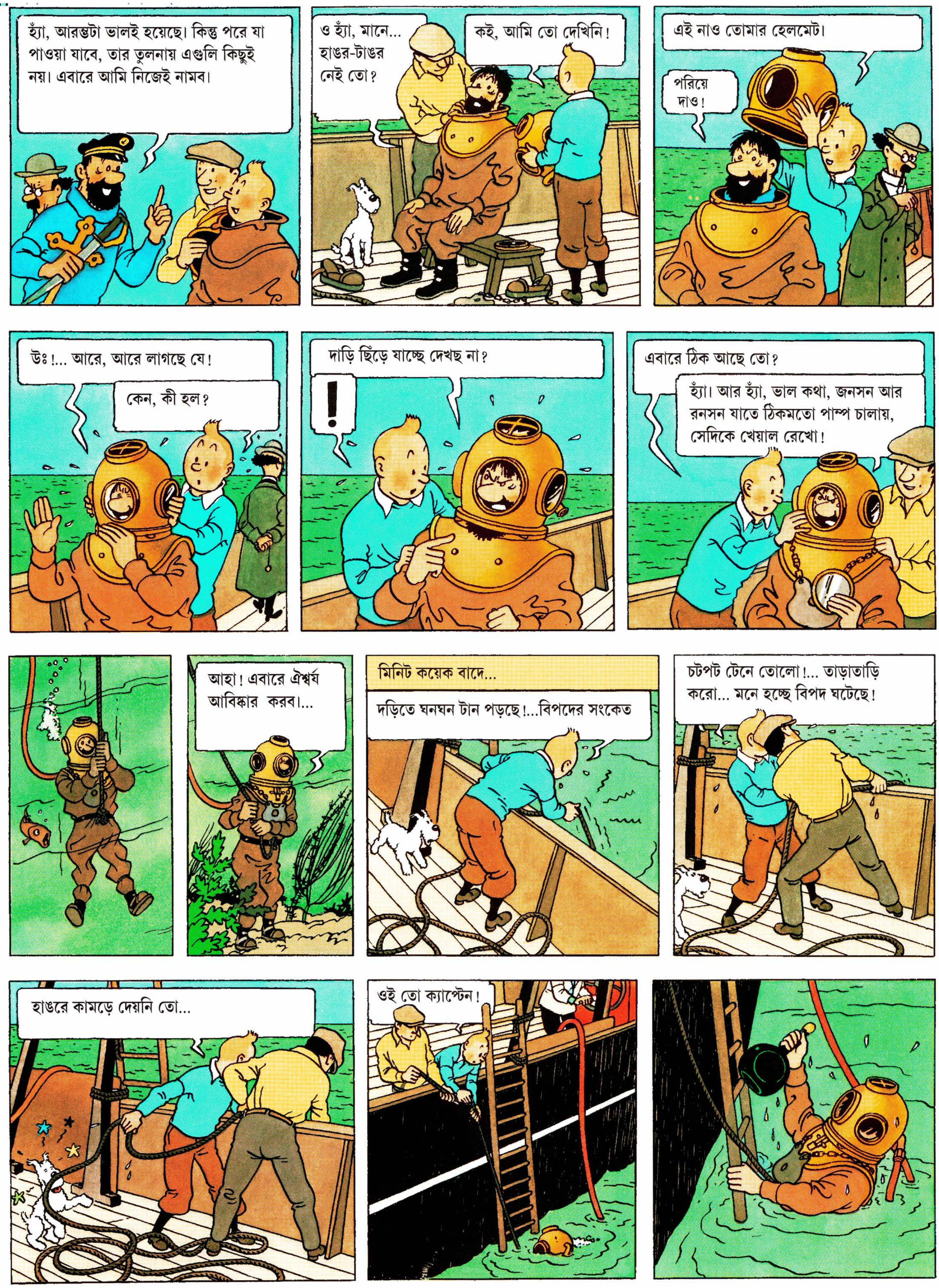
হ্যাঁ, আরম্ভটা ভালই হয়েছে। কিন্তু পরে যা পাওয়া যাবে, তার তুলনায় এগুলি কিছুই নয়। এবারে আমি নিজেই নামব।
ও হ্যাঁ, মানে... হাঙর-টাঙর নেই তো?
কই, আমি তো দেখিনি!
এই নাও তোমার হেলমেট।
পরিয়ে দাও!
উঃ!... আরে, আরে লাগছে যে!
কেন, কী হল?
দাড়ি ছিঁড়ে যাচ্ছে দেখছ না?
!
এবারে ঠিক আছে তো?
হ্যাঁ। আর হ্যাঁ, ভাল কথা, জনসন আর রনসন যাতে ঠিকমতো পাম্প চালায়, সেদিকে খেয়াল রেখো!
আহা! এবারে ঐশ্বর্য আবিষ্কার করব।...
মিনিট কয়েক বাদে...
দড়িতে ঘনঘন টান পড়ছে!...বিপদের সংকেত
চটপট টেনে তোলো!... তাড়াতাড়ি করো... মনে হচ্ছে বিপদ ঘটেছে!
হাঙরে কামড়ে দেয়নি তো...
ওই তো ক্যাপ্টেন!

হাতে একটা বোতল! কীসের বোতল!...
হাহা জামাইকার রাম! ...আড়াই শো বছরের পুরনো!... মনে হচ্ছে দারুণ জিনিস!
গ্লাগ গ্লাগ গ্লাগ...
গ্লাগ গ্লাগ গ্লাগ...
দারুণ!... এই নাও, তোমরাও একটু খেয়ে দ্যাখো!... ও, আর নেই বুঝি? ঠিক আছে, এক্ষুনি আবার আমি জলে নামব।
যাচ্চলে, হেলমেট না-পরেই জলে ঝাঁপ দিয়েছে!
যা বাব্বা... ব্যাপার কী! হনুমান দুটো পাম্প করছে না নাকি?
পাম্প করছে!... তা হলে আমার দম বন্ধ হয়ে যাচ্ছিল কেন!...
কিন্তু...তুমিই তো হেলমেট পরোনি ক্যাপ্টেন!
তাতে তোমার কী! পাম্প করতে বলেছি, পাম্প করে যাও!
গা মুছে কোনও লাভ নেই। আগে ডুবুরির পোশাকটা খোলো!... জলটা বার করে দাও।
কেন, কেন, পোশাক খুলব কেন? একটু জিরিয়ে...
আবার আমি জলে নামব!

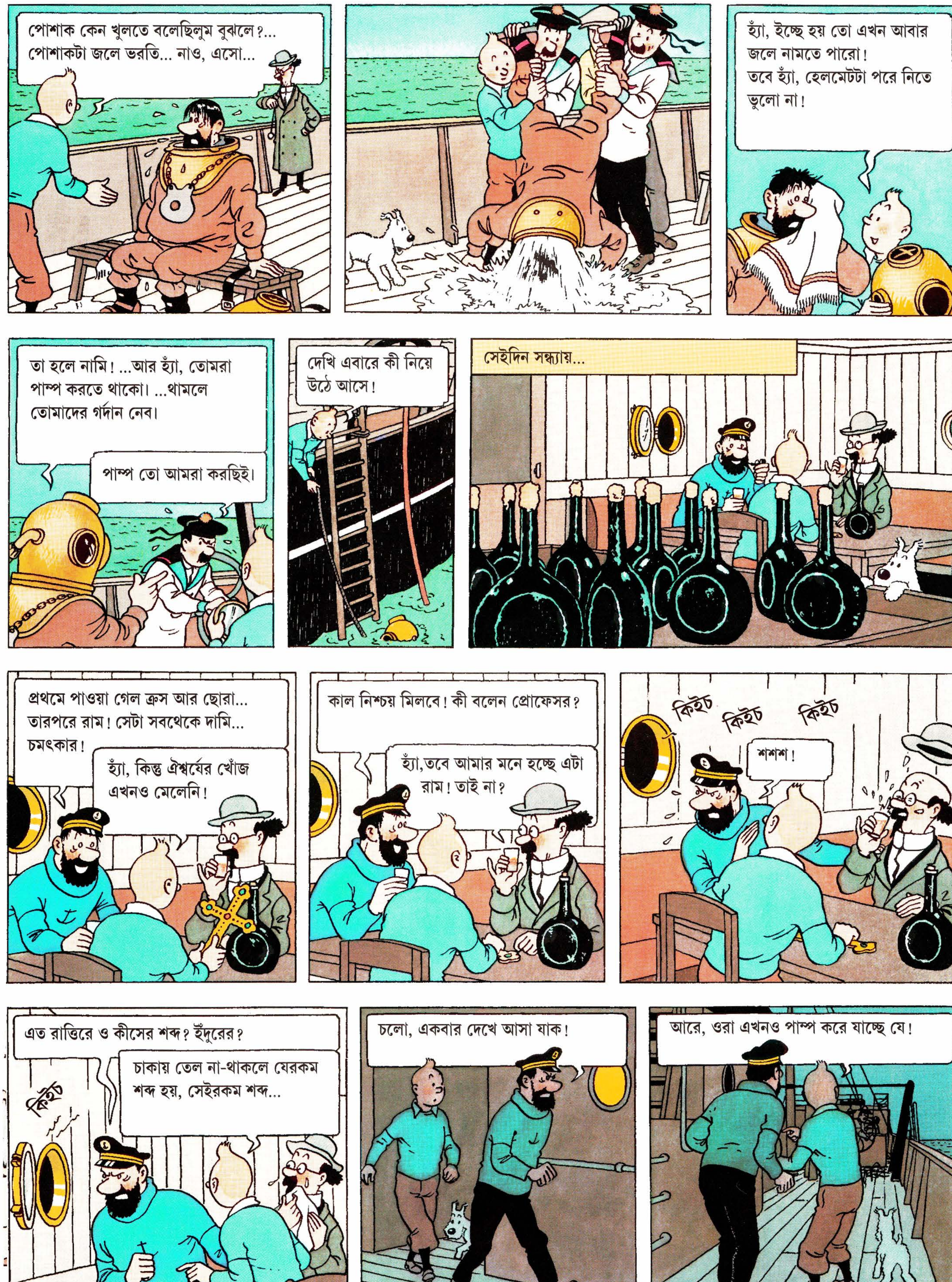
পোশাক কেন খুলতে বলেছিলুম বুঝলে?... পোশাকটা জলে ভরতি... নাও, এসো...
হ্যাঁ, ইচ্ছে হয় তো এখন আবার জলে নামতে পারো! তবে হ্যাঁ, হেলমেটটা পরে নিতে ভুলো না!
তা হলে নামি! ...আর হ্যাঁ, তোমরা পাম্প করতে থাকো। ...থামলে তোমাদের গর্দান নেব।
পাম্প তো আমরা করছিই।
দেখি এবারে কী নিয়ে উঠে আসে!
সেইদিন সন্ধ্যায়...
প্রথমে পাওয়া গেল ক্রস আর ছোরা... তারপরে রাম! সেটা সবথেকে দামি... চমৎকার!
হ্যাঁ, কিন্তু ঐশ্বর্যের খোঁজ এখনও মেলেনি!
কাল নিশ্চয় মিলবে! কী বলেন প্রোফেসর?
হ্যাঁ,তবে আমার মনে হচ্ছে এটা রাম! তাই না?
কিঁইচ
কিঁইচ
কিঁইচ
শশশ!
এত রাত্তিরে ও কীসের শব্দ? ইঁদুরের?
চাকায় তেল না-থাকলে যেরকম শব্দ হয়, সেইরকম শব্দ...
কিঁচ
চলো, একবার দেখে আসা যাক!
আরে, ওরা এখনও পাম্প করে যাচ্ছে যে!

কিঁচ কিঁচ
এ কী, এত রাত্তিরে তোমরা এখানে কী করছ?
পাম্প চালিয়ে যাচ্ছি! আপনিই তো বললেন যে, থামলে আমাদের গর্দান নেবেন!
হ্যাঁ, তা-ই তো; আপনি তখন বললেন!
যাও, ঘুমিয়ে পড়ো হাঁদারাম, কাল তোমাদের ঘাম ছুটিয়ে ছাড়ব!
পরদিন সকালে...
কী জানি কেন মনে হচ্ছে যে, টিনটিন আজ গুপ্তধনের সন্ধান পেয়ে যাবে।
আবার রাম-এর বোতল।... যাক, ক্যাপ্টেন এসে কুড়িয়ে নেবে।
হুম, দেখা যাক, কী আছে এখানে!
একটা বাক্স! কীসের বাক্স! লাল-বোম্বেটের গুপ্তধন নয় তো?
উপরে উঠে যাই, তারপর খুলে দেখব!

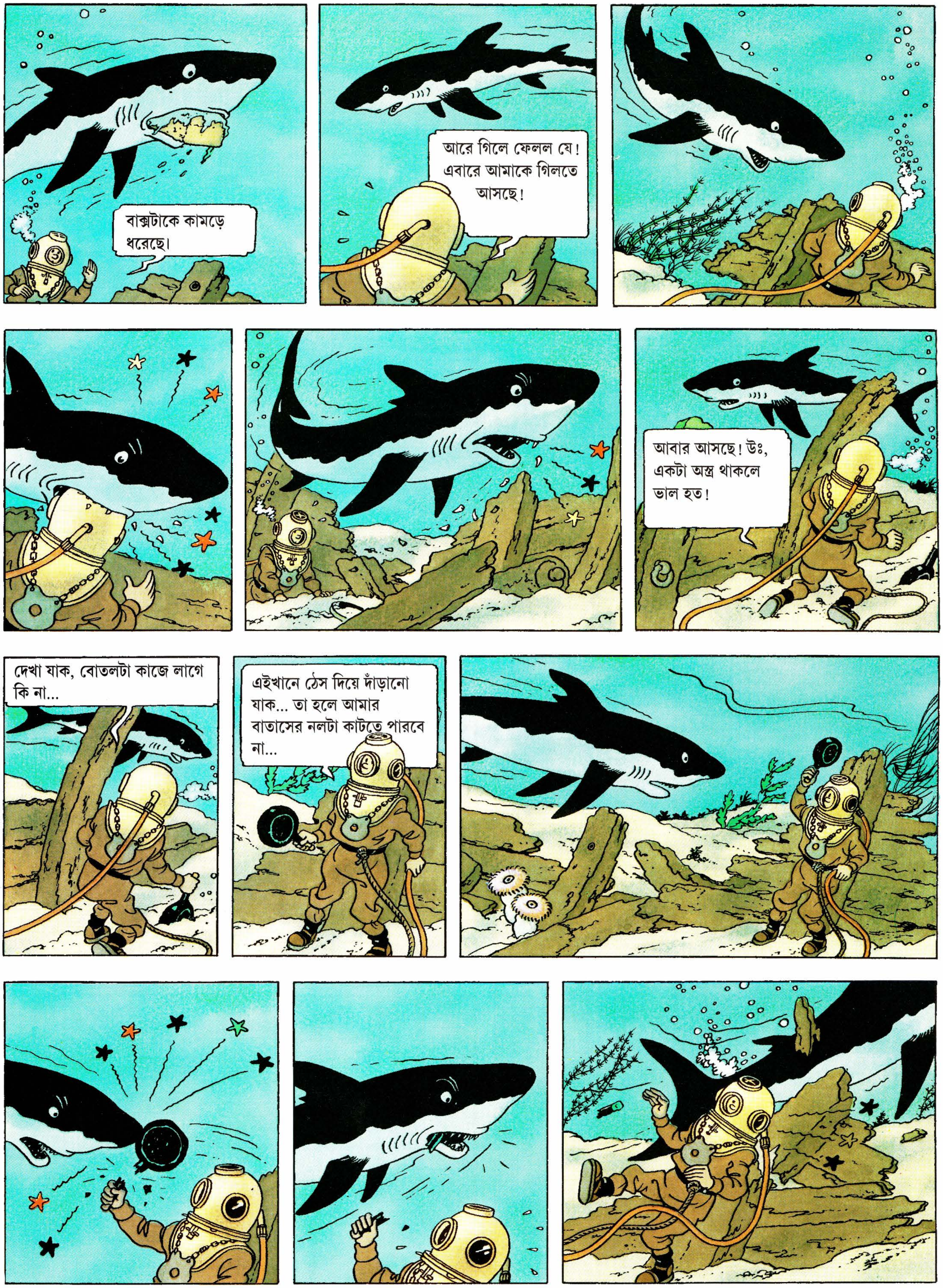

বাক্সটাকে কামড়ে ধরেছে।
আরে গিলে ফেলল যে! এবারে আমাকে গিলতে আসছে!
আবার আসছে! উঃ, একটা অস্ত্র থাকলে ভাল হত!
দেখা যাক, বোতলটা কাজে লাগে কি না...
এইখানে ঠেস দিয়ে দাঁড়ানো যাক... তা হলে আমার বাতাসের নলটা কাটতে পারবে না...

ওঃ, কী ঝাপটাখানাই না মারল!
যাক বাবা, বাতাসের নলটা ভাগ্যিস ছিঁড়ে যায়নি!
?
ও কী, অমন করছে কেন?
মদের বোতলটা চিবিয়ে খেয়ে ওটাও কি মাতাল হয়ে গেল? এই ফাঁকে বাক্সটা হাতাই...
দুটো টান... তার মানে উঠে আসতে চাইছে...
টানো... টানো... এবারে নিশ্চয়ই গুপ্তধন নিয়ে উঠে আসছে!
এ কী ব্যাপার, টিনটিনের কি লেজ গজিয়ে গেল নাকি?
?
উরেব্বাস, এ যে হাঙর! টিনটিন একটা হাঙর ধরেছে তা হলে!... কিন্তু হাঙর নিয়ে আমরা কী করব?
টিনটিনকেই জিজ্ঞেস করবেন।
তা তো করব... এখন টিনটিনকে তোলবার জন্যে আর-একটা দড়ি নামিয়ে দাও!
ক্যাপ্টেন নিশ্চয়ই হাঙর দেখে হতভম্ব হয়ে গেছে!

এ আবার কী মশকরা! হাঙর ধরে পাঠিয়ে দিলে কেন?
কেন পাঠিয়েছি, হাঙরটাকে কাটলেই তা বুঝবে।
আজ আমরা হাঙরের পাখার স্যুপ খাব।
মিনিট কয়েক বাদে...
ক্যাপ্টেন!...ক্যাপ্টেন...হাঙরের পেটের মধ্যে এই বাক্সটা ছিল!
হাহা, একটা বাক্স!... আমি জানতুম যে, আজ গুপ্তধন পাব!... লাল বোম্বেটের গুপ্তধন।
এসো, আমার ঘরে এসো সব্বাই!
খোলা যাচ্ছে না!... মরচে ধরে গেছে!
ছুরিটা ভেঙে ফেলবে। একবার এটা দিয়ে চাড় দাও তো!
চাড় দিচ্ছি... শক্ত করে ধরে থাকো!
চাড় দাও... আরও জোরে চাড় দাও... আমরা ধরে আছি...
খুলেছে!...
মড়াত
এ কী, এ তো গুপ্তধন নয়! কী এগুলো?
পুরনো দলিল! জলে নষ্ট হয়ে গেছে! খসে পড়ছে!
পড়ুক গে! এই জঞ্জাল নিয়ে আমি কী করব?
ক্যাপ্টেন, এত মুষড়ে পড়ছ কেন?... আমরা আরও তল্লাশ চালাব!
তাতে লাভ কী?

বুঝতে পেরেছি!... এগুলি...
এগুলি হচ্ছে... পুরনো দলিল! হ্যাঁ, হ্যাঁ... পুরনো দলিল!
নাঃ, লোকটা আমাকে পাগল করে ছাড়বে!
আরে, তুমি আবার কী করছ এখানে?
আমি?... আমার সঙ্গী জলে নামছে তো, তাই তার ব্যবস্থা করে দিচ্ছি... না, না, চিন্তা কোরো না, তোমাদের দেখে-দেখে ব্যাপারটা আমি বুঝে নিয়েছি...
আর পাম্পটা? ওটা বুঝি নিজের থেকেই চলবে?
পাম্প না-চালালে লোকটা দম বন্ধ হয়ে মরবে যে!...আমিই চালাচ্ছি পাম্পটা।
আরে! ডেকের ওপরে ওটা কী?
লোহা-লাগানো ভারী জুতো পরে নেয়নি... তা হলে মাথা নীচের দিকে চলে যাবে যে।
পনেরো দিন বাদে...
আমরা সেই পাম্প করেই চলেছি...
করেই চলেছি!...
আরে, তোমরা এখনও পাম্প করছ কেন? টিনটিন তো জল থেকে উঠে এসেছে! দেখতে পাচ্ছ না?
কী? কিছু পেলে?
কিচ্ছু না! ...অনেক তল্লাশি করেও কিচ্ছু পেলুম না?
ধুত! কিচ্ছু পাওয়া যাবে না! আমরা কিছুই পাব না।
এত অধৈর্য হচ্ছ কেন...

দ্যাখো তো, ওই ক্রসটা কীসের?
ক্রস? ক্রস আবার কোথায় দেখলে?
না, না, একটা ক্রস!... ওই যে ওই দ্বীপে!
ওটা একটা ক্রস। তাই নয় কি?
প্রোফেসর ক্যালকুলাস ঠিকই বলেছেন ক্যাপ্টেন! সত্যিই ওই দ্বীপে একটা ক্রস রয়েছে!
ক্রস? সত্যি?
কী? ঠিক বলিনি?
আরে, সত্যিই তো একটা ক্রস!
তাই বুঝি? অথচ আমার একটা ক্রস বলেই তো মনে হল!
হিপ-হিপ হুররে!... হিপ-হিপ-হুররে!... এবার বুঝেছি!
?
প্রোফেসর ক্যালকুলাস, আপনি আমাদের বাঁচিয়েছেন!
আসুন, আমরা নাচি! সারা রাত নাচব... সারা রাত ধরে...
ক্যাপ্টেন!... জলদি কোদাল নাও! গাঁইতি নাও! চলো তাড়াতাড়ি... আবার দ্বীপে যাব!
হ্যাঁ ক্যাপ্টেন, ওইখানেই গুপ্তধন আছে! সার ফ্রান্সিস হ্যাডকের চিরকুটের সেই নির্দেশ মনে আছে? সেই ঈগল ক্রস? ওই সেই ঈগল ক্রস!
আরে, তাই তো!
জনসন! রনসন! চটপট... গাঁইতি নাও! কোদাল নাও!... ডিঙি ভাসাও! এখুনি!
প্রোফেসর ক্যালকুলাস! আমি ধন্য!
কী? আমি বন্য?

না, না, আপনি বন্য হবেন কেন? আপনি ধন্য! আপনার জন্যই আমরা গুপ্তধন পাব।
কিন্তু ক্রুস বলেই তো আমার মনে হল!
একশো বার ক্রুস! হাজার বার ক্রুস...
তবু বলছেন ক্রুস নয়?
বেবুন! পাজি! গাধা!
কেমন আছো হে বন্ধুরা?
এসো! দেখে যাও!
দ্যাখো সবাই, এই সেই ঈগল ক্রুস!!
কী, কী বলেছিলাম? এখন বিশ্বাস হচ্ছে তো?
আরে, এই দাগগুলো কীসের?
তারিখের। এখানে যখন জাহাজডুবি হয়ে ছিলেন তখন রবিনসন ক্রুশোর মতো তোমার পূর্বপুরুষও দাগ দিয়ে দিয়ে দিনের হিসেব রেখেছিলেন। বড় দাগগুলোর অর্থ রবিবার...
কাজে হাত লাগাও! গুপ্তধন খুঁজে পেলে সব্বাইকে ইনাম দেব!
কী ব্যাপার?... কিছু খুঁজছ নাকি?
ধেত্তেরি! দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে পেন্ডুলাম না দুলিয়ে আপনিও এসে কাজে হাত লাগান তো!
পশ্চিমে...হ্যাঁ, আরও পশ্চিমে!

এত খুঁড়ছে কেন? কী খুঁজছে ওরা?
কিন্তু... নাঃ, সম্ভব নয়!
কী সম্ভব নয়?
এখানে সেই গুপ্তধন থাকা সম্ভব নয়!
কে-ন? কেন?...
স্যার ফ্রান্সিস হ্যাডক গুপ্তধন নিয়ে এখানে এসেছিলেন। কিন্তু এখানে কেন পুঁতে রাখবেন?... ভেবে দ্যাখো, গুপ্তধনের সন্ধান পেলে তুমি কী করতে? এখানে পুঁতে রেখে বাড়ি ফিরতে? নাকি গুপ্তধন সঙ্গে নিয়ে যেতে?
তা হলে?
হয়তো গুপ্তধন তিনি পাননি... আজও তা হয়তো জলের তলাতেই রয়েছে... আর আমরা ভুল রাস্তায় চলেছি।
আর ওই হতচ্ছাড়া প্রোফেসর ভুল নিশানা দেখিয়ে আমাদের ঘুরিয়ে মারলে?
কী? কথা বলছেন না কেন? সব আপনার জন্য হল।
পশ্চিমে...আরও পশ্চিমে...
দাঁড়ান... পশ্চিম কাকে বলে দেখাচ্ছি!
এ কী!
এই আপনার পেন্ডুলামটাকে পশ্চিমে পাঠিয়ে দিলুম! যত্ত সব!
ভৌ! ভৌ!
লাথি মেরে এই ঘোড়ার ডিমের পেন্ডুলামটাকে মাটির মধ্যে ঢুকিয়ে দিতে হয়!
বাস, আর কেউ যেন কখনও এই পেন্ডুলামের কথা আমাকে না বলে!
খুব রেগে গেছে!

আহা, কুট্টুস কী ভাল!...
না কুট্টুস, ...এখন আর খেলা নয়!
ক্যাপ্টেনকে অত চিন্তিত দেখাচ্ছে কেন? ...ব্যাপার কী?
মানিকজোড় কোথায় গেল?
কী জানি! পেছনেই তো ছিল ডাকো তো!
জনসন! রনসন!
না, না চিন্তা কোরো না, কুট্টুস এটা আবার ফিরিয়ে এনেছে!
না না, আর আমার সহ্য হচ্ছে না!
ক্যাপ্টেন! ক্যাপ্টেন!
আমাকে ছেড়ে দাও! হাত না-চালালে আমার রাগ পড়বে না!
ওরেব্বাবা, আকাশ ভেঙে পড়ল নাকি?

একটু ঠান্ডা হয়ে বোসো ক্যাপ্টেন। আমি বরং দেখি যে, ওরা কোথায় গেল...
বেশ।
কোথায় গেল মানিকজোড়!
টিনটিনকে কোথায় পাঠালে?
পশ্চিমে।
গলা শুনতে পাচ্ছি। ওই তো...
আরে, কী করছ তোমরা?
আমরা? ...গর্তটা বুজিয়ে দিচ্ছি, পাছে কেউ আছাড় খায়।
পরদিন...
ব্যাপার কী, আবার তুমি জলে নামতে চাও?
আর ক'টা দিন দেখি। আজ তো ন' তারিখ। পনেরো-তারিখ পর্যন্ত তল্লাশি চালিয়ে যদি কিছু না পাই তো বাড়ি ফিরে যাব।
বেশ, যা ভাল বোঝো...
ধনরত্ন না পাই তো কিছু ধ্বংসাবশেষ অন্তত তুলে আনব। এই যেমন... ইউনিকর্ন জাহাজের সামনের সেই কাঠের মূর্তিটা...
আবার পাম্প চালাবার কাজ!
ধুত, এই গাধা-খাটুনি আর ভাল্লাগে না! ঘেন্না ধরে গেল...
ক্যালকুলাসের আজ দেখাই পেলুম না। ব্যাপার কী? অসুস্থ হয়ে পড়ল নাকি?
10 THURSDAY
11 FRIDAY
তিনদিন ধরে ক্যালকুলাসের দেখা পাচ্ছি না! আশ্চর্য!
12 SATURDAY

13
SUNDAY
নাঃ, কিছু পেলুম না!
14
MONDAY
15
TUESDAY
?
ব্যাপার কী?... জাহাজ চলছে বলে মনে হচ্ছে!
যাই, একবার খোঁজ করা যাক। ক্যাপ্টেনকে বলতে হবে!
মন খারাপ কোরো না, ক্যাপ্টেন! আমাদের দুর্ভাগ্য কিন্তু আমরা তো চেষ্টার কোনও ত্রুটি করিনি...
ক্যাপ্টেন! ...ক্যাপ্টেন! ...জাহাজ চলছে।
না-চলে যদি নাচত, তা হলে কি আপনি খুশি হতেন?
ও বুঝতে পেরেছি। শেষ পর্যন্ত তা হলে তুমি বুঝেছ যে, ইউনিকর্ন এখানে নেই, পশ্চিমে আছে, কেমন?
উঃ, আর পারা যায় না! আসুন আমার সঙ্গে!
কী মনে হয় এটাকে? ইউনিকর্ন জাহাজ থেকে এটা তুলে এনেছি, বুঝলেন?
তাই তো! এটা একটা ইউনিকর্ন! তা হলে? পেন্ডুলাম তা হলে পশ্চিমে দুলল কেন? আশ্চর্য!...
16 WEDNESDAY
17 THURSDAY
18 FRIDAY
19 SATURDAY
20 SUNDAY
21 MONDAY
22 TUESDAY
SIRIUS

রিরিরিরিরিং
রিরিরিরিং
JULY
23
WEDNESDAY
হ্যাঁ...ডেলি রিপোর্টার... কী বললে? সিরিয়াস বন্দরে ভিড়েছে?... ঠিক তো?... আচ্ছা, এখুনি লোক পাঠাচ্ছি!
কে, রোজার্স?......এখুনি বন্দরে যাও...সিরিয়াস ফিরেছে...ভাল একটা স্টোরি চাই, বুঝলে?
তা হলে আসি ক্যাপ্টেন। কাল বরং লোক পাঠিয়ে আমার ডুবোজাহাজটা নেব, কেমন?
বেশ, তাই করবেন!
তোমাকে অনেক ধন্যবাদ ক্যাপ্টেন। অনেক করেছ তুমি আমার জন্যে।
আরে না না, কী আর করেছি!
ওঃ, তোমার ভদ্রতার কথা চিরকাল আমি মনে রাখব। আর এই জাহাজের দিনগুলোর কথা...
আমিও!
ধপ!
দুঃখিত... তাড়াতাড়ি নামতে গিয়ে পা পিছলে পড়েছি!
আমি হচ্ছি ডেলি রিপোর্টার পত্রিকার কেন্ রোজার্স।
আপনার কাগজেই তো আমাদের যাত্রার খবর ফাঁস হয়েছিল, তাই না?
তা হয়েছিল। ...কিন্তু এবারে আপনাদের অভিযানের ব্যাপারে আমরা মস্ত খবর ছাপব। কয়েকটি প্রশ্ন করতে পারি কি?
নিশ্চয়.....নিশ্চয়!
তবে কিনা আমি একটু ব্যস্ত, তাই আমার সেক্রেটারি মি. ক্যালকুলাস আপনার সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দেবেন।
সানন্দে...
আচ্ছা মি. ক্যালকুলাস, অনেক মণিমুক্তা পেয়েছেন নিশ্চয়?
নিশ্চয়!
সেগুলি বুঝি ওই সুটকেসেই বোঝাই করে রেখেছেন?
ধন্যবাদ, এটা আমি নিজেই বইতে পারব!
সে তো নিশ্চয়ই! এবারে বলুন, ঠিক কী কী পেয়েছেন?
অ্যাঁ, বলেন কী?
আরে মশাই, আমি আপনাকে জিজ্ঞেস করছি হিরে-মুক্তা কী কী পেলেন, সব বলুন!
সত্যি বলছি, আমি নিজেই এটা বইতে পারব।

মি. ক্যালকুলাস, আমি ঠিক বুঝতে পারছি না...
আর হ্যাঁ, একটা পরামর্শ দিচ্ছি, কেউ যেন জানতে না পারে!
এটা আমাদের দু'জনের মধ্যেই থাকবে... কী, বুঝলেন তো? আচ্ছা চলি!
ক্যাপ্টেন, কাজ শেষ, আমরা চলি। শুধু মনে রেখো, আমরা ছিলুম বলেই ম্যাক্স বার্ড তোমাদের ওপর হামলা করতে সাহস পায়নি।
নিঃসন্দেহে... তা হলে তোমরা বাড়ি যাচ্ছ?
না, ঠিক তা নয়... পাম্প করতে-করতে হয়রান হয়ে গিয়েছিলুম তো, তাই গ্রামের দিকে আমাদের এক বন্ধুর বাড়িতে গিয়ে দিনকয়েক একেবারে হাত-পা ছড়িয়ে বিশ্রাম নেব।
বাঃ, সে তো ভালই!
যাক বাবা, আর পাম্প চালাতে হবে না!
উঃ আর না!
ছোলা ভাঙা শেষ করো, তারপর বিচালি কাটতে হবে!
দিন কয়েক বাদে...
সুপ্রভাত, টিনটিন!
আরে, প্রোফেসর যে! কী খবর?
ও, তাই বুঝি?... তা আমি সেই দলিলগুলো নিয়ে এসেছি।
দলিল?... কীসের দলিল?...
আরে না, আমি বলছি দলিলের কথা! মনে নেই তোমার, সমুদ্রের তলায় পাওয়া বাক্সের মধ্যে যা পেয়েছিলে, সেই ছেঁড়া দলিল। আমি সেগুলো জোড়া লাগিয়েছি। এই দ্যাখো! কয়েক জায়গায় বোঝা যাচ্ছে না।
ক্যাপ্টেন বোধহয় এটা দেখলে খুশিই হবে, কী বলো?
আরে! আশ্চর্য! অদ্ভুত! ঠিক বলেছেন!
শিগগির চলুন ক্যাপ্টেনের কাছে!

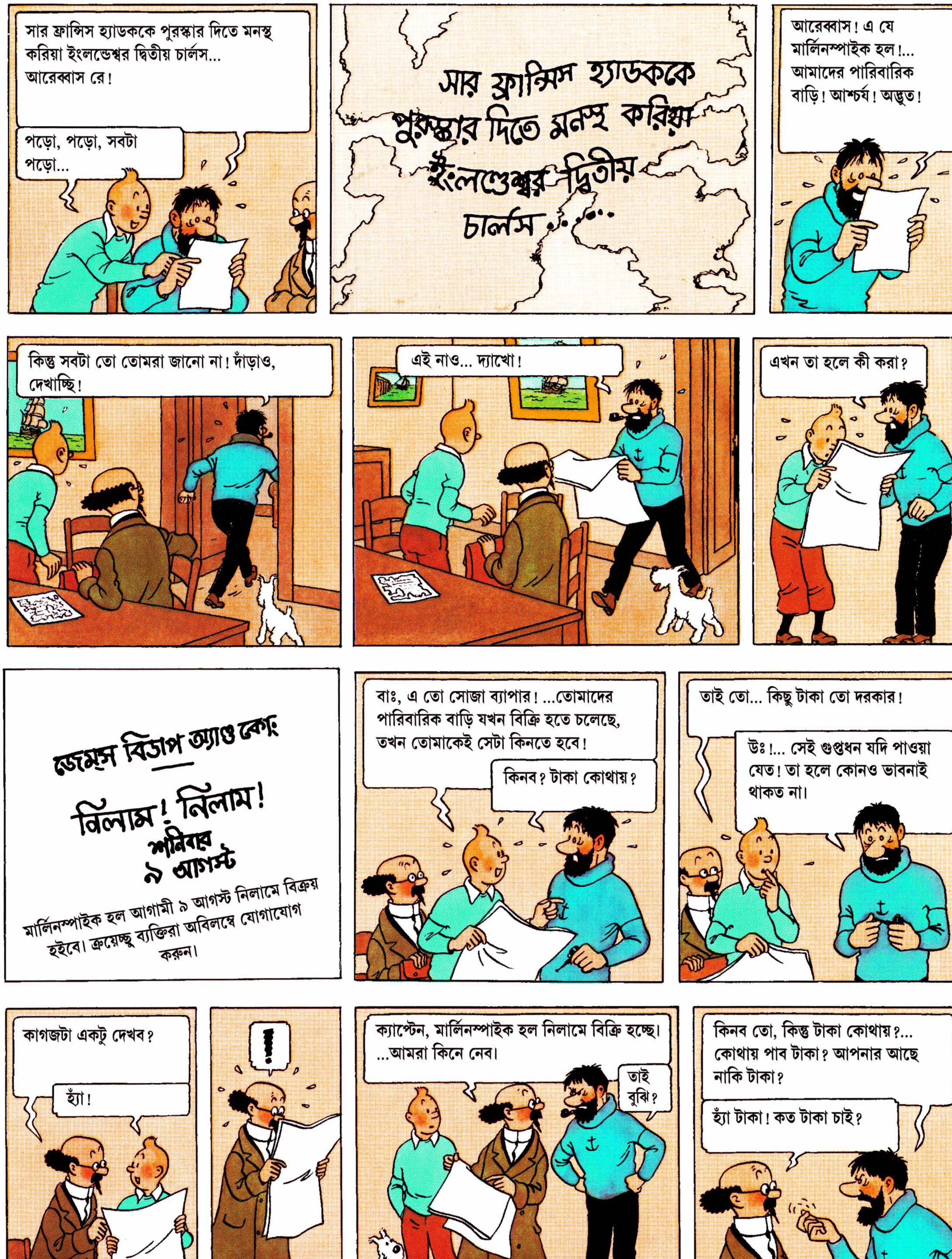

সার ফ্রান্সিস হ্যাডককে পুরস্কার দিতে মনস্থ করিয়া ইংলন্ডেশ্বর দ্বিতীয় চার্লস... আরেব্বাস রে!
পড়ো, পড়ো, সবটা পড়ো...
সার ফ্রান্সিস হ্যাডককে পুরস্কার দিতে মনস্থ করিয়া ইংলণ্ডেশ্বর দ্বিতীয় চার্লস......
আরেব্বাস! এ যে মার্লিনস্পাইক হল!... আমাদের পারিবারিক বাড়ি! আশ্চর্য! অদ্ভুত!
কিন্তু সবটা তো তোমরা জানো না! দাঁড়াও, দেখাচ্ছি!
এই নাও... দ্যাখো!
এখন তা হলে কী করা?
জেম্‌স বিডাপ অ্যাণ্ড কোং
নিলাম! নিলাম!
শনিবার ৯ আগস্ট
মার্লিনস্পাইক হল আগামী ৯ আগস্ট নিলামে বিক্রয় হইবে। ক্রয়েচ্ছু ব্যক্তিরা অবিলম্বে যোগাযোগ করুন।
বাঃ, এ তো সোজা ব্যাপার! ...তোমাদের পারিবারিক বাড়ি যখন বিক্রি হতে চলেছে, তখন তোমাকেই সেটা কিনতে হবে!
কিনব? টাকা কোথায়?
তাই তো... কিছু টাকা তো দরকার!
উঃ!... সেই গুপ্তধন যদি পাওয়া যেত! তা হলে কোনও ভাবনাই থাকত না।
কাগজটা একটু দেখব?
হ্যাঁ!
!!!
ক্যাপ্টেন, মার্লিনস্পাইক হল নিলামে বিক্রি হচ্ছে। ...আমরা কিনে নেব।
তাই বুঝি?
কিনব তো, কিন্তু টাকা কোথায়?... কোথায় পাব টাকা? আপনার আছে নাকি টাকা?
হ্যাঁ টাকা! কত টাকা চাই?

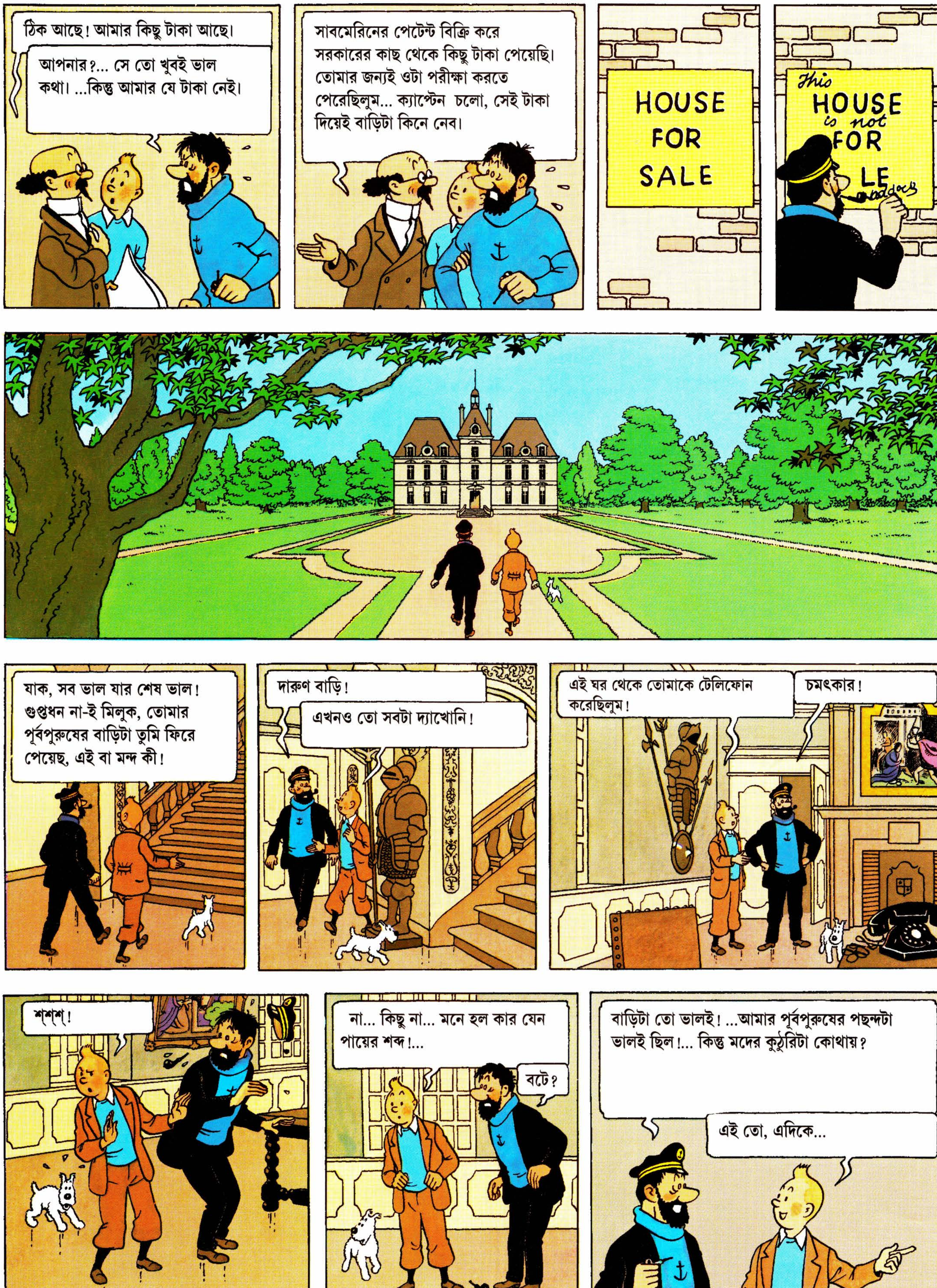
ঠিক আছে! আমার কিছু টাকা আছে।
আপনার?... সে তো খুবই ভাল কথা। ...কিন্তু আমার যে টাকা নেই।
সাবমেরিনের পেটেন্ট বিক্রি করে সরকারের কাছ থেকে কিছু টাকা পেয়েছি। তোমার জন্যই ওটা পরীক্ষা করতে পেরেছিলুম... ক্যাপ্টেন চলো, সেই টাকা দিয়েই বাড়িটা কিনে নেব।
HOUSE FOR SALE
This HOUSE is not FOR
LE
যাক, সব ভাল যার শেষ ভাল! গুপ্তধন না-ই মিলুক, তোমার পূর্বপুরুষের বাড়িটা তুমি ফিরে পেয়েছ, এই বা মন্দ কী!
দারুণ বাড়ি!
এখনও তো সবটা দ্যাখোনি!
এই ঘর থেকে তোমাকে টেলিফোন করেছিলুম!
চমৎকার!
শ্‌শ্‌শ্‌!
না... কিছু না... মনে হল কার যেন পায়ের শব্দ!...
বটে?
বাড়িটা তো ভালই! ...আমার পূর্বপুরুষের পছন্দটা ভালই ছিল!... কিন্তু মদের কুঠুরিটা কোথায়?
এই তো, এদিকে...

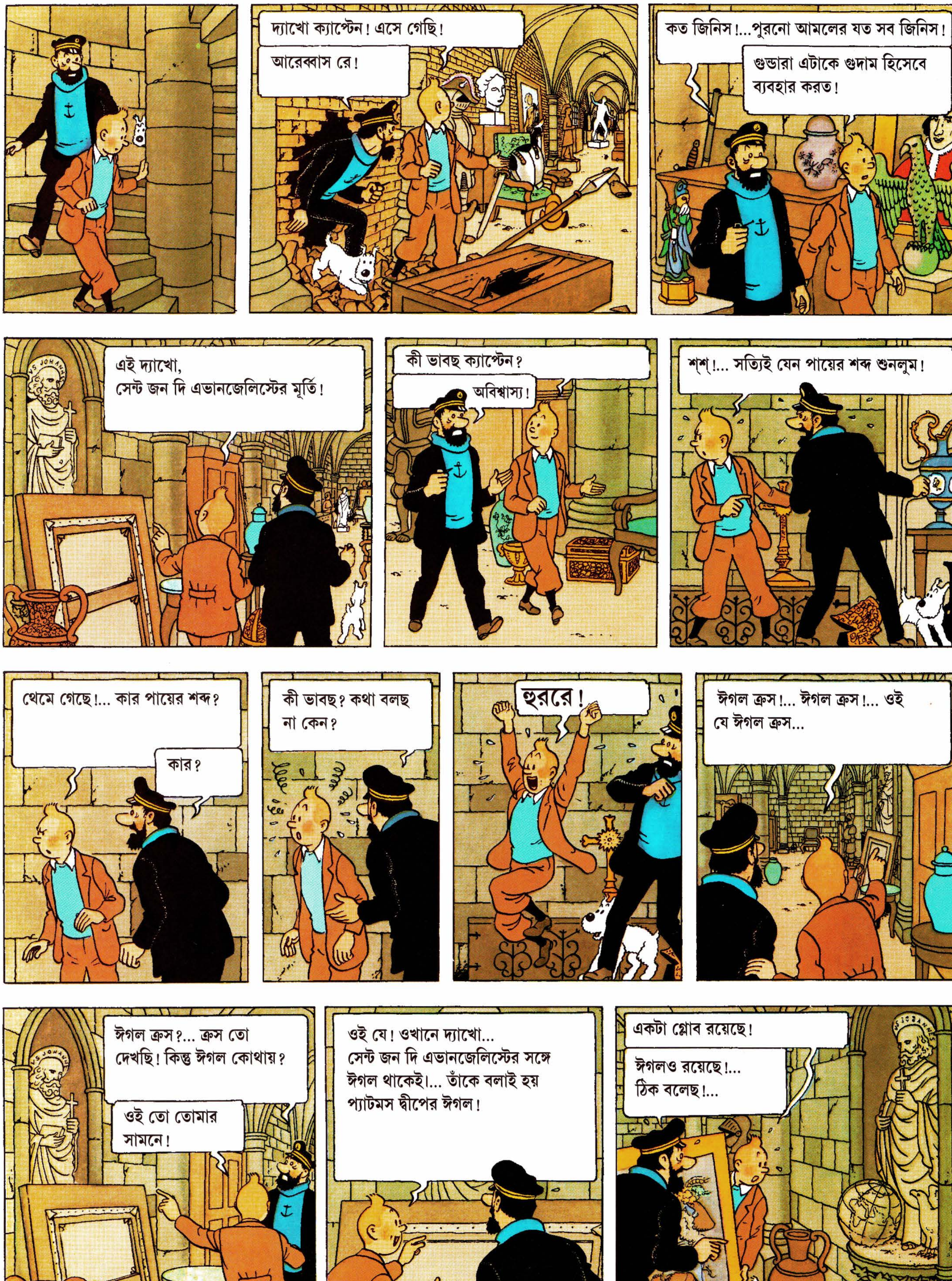

দ্যাখো ক্যাপ্টেন! এসে গেছি!
আরেব্বাস রে!
কত জিনিস!...পুরনো আমলের যত সব জিনিস!
গুন্ডারা এটাকে গুদাম হিসেবে ব্যবহার করত!
এই দ্যাখো, সেন্ট জন দি এভানজেলিস্টের মূর্তি!
কী ভাবছ ক্যাপ্টেন?
অবিশ্বাস্য!
শ্‌শ্‌!... সত্যিই যেন পায়ের শব্দ শুনলুম!
থেমে গেছে!... কার পায়ের শব্দ?
কার?
কী ভাবছ? কথা বলছ না কেন?
হুররে!
ঈগল ক্রস!... ঈগল ক্রস!... ওই যে ঈগল ক্রস...
ঈগল ক্রস?... ক্রস তো দেখছি! কিন্তু ঈগল কোথায়?
ওই তো তোমার সামনে!
ওই যে! ওখানে দ্যাখো... সেন্ট জন দি এভানজেলিস্টের সঙ্গে ঈগল থাকেই!... তাঁকে বলাই হয় প্যাটমস দ্বীপের ঈগল!
একটা গ্লোব রয়েছে!
ঈগলও রয়েছে!... ঠিক বলেছ!...

গ্লোবের উপরে এই দ্যাখো সেই জায়গাটা, যেখানে আমরা গিয়েছিলুম!... আরে, আঙুল দিয়ে টিপতেই দ্বীপটা নড়ে উঠল যে!
?
!?
!?
গুপ্তধন!... লাল বোম্বেটের গুপ্তধন!
পেয়েছি! ...অবশেষে গুপ্তধন খুঁজে পেয়েছি!... দ্যাখো...দ্যাখো!
দারুণ ব্যাপার!... দারুণ!... তার মানে সার ফ্রান্সিস হ্যাডক যখন ইউনিকর্ন ছেড়ে আসেন, তখন গুপ্তধন তিনি সঙ্গে নিয়ে এসেছিলেন! ...আর আমরা কিনা তারই খোঁজে সাতসমুদ্র পাড়ি দিলুম! আর গুপ্তধন আমাদের নাকের ডগায় পড়ে ছিল...
হিরে!... পান্না!... মুক্তো!... চুনি!... ওরে বাবা, এ যে সাত রাজার ধন!
শ্‌শ্‌শ্‌!... শব্দটা শুনলে?
হ্যাঁ.....
পায়ের শব্দ... কে যেন আসছে... এই দিকেই আসছে...
যাচ্চলে, হাতে যে একটা লাঠিও আমাদের নেই! ...চলো স্তম্ভের পেছনে লুকোই...
নিয়ে আসছি!

ইউনিকর্ন-প্রদর্শনী
মার্লিনস্পাইক হল
সব ভাল যার শেষ ভাল! তাই না?
কী? পশ্চিমে যেতে বলেছিলুম কি না?
হ্যাঁ, হ্যাঁ, নিশ্চয়। কিন্তু আসল কথা হচ্ছে, সব ভাল যার শেষ ভাল!
তা যা বলেছ? বহুত লোক হয়েছে!
দূর ছাই, আসল কথা হচ্ছে সব ভাল যার শেষ ভাল। তাই না? সবই ভালভাবে শেষ হয়েছে!...
না না, এখন কিছু খাব না!
ধেত্তেরি! সব ভাল যার শেষ ভাল! বুঝলেন? সব ভাল যার শেষ ভাল!
নিশ্চয়...নিশ্চয়...
...তবে কিনা, তার চেয়েও ভাল কথা হচ্ছে, সব ভাল যার শেষ ভাল!
HERGÉ

অ্যার্জে-র দুঃসাহসী টিনটিন

বাংলায় টিনটিন কমিক্স সিরিজের বই

দুঃসাহসী টিনটিন-এর আরেকটি কমিক্স

হাঙরহ্রদের বিভীষিকা

অ্যার্জে-র অন্যান্য কমিক্স

জো-জেট জোকোর অ্যাডভেঞ্চার

কারামাকোর অগ্ন্যুৎপাত

গন্তব্য নিউইয়র্ক

গোখরো উপত্যকা

জন পাম্পের উত্তরাধিকার

ম্যানিটোবা জাহাজের রহস্য

9 788172 155742